জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ভরণপোষণ রায়

স্বামী বেকার হলেও বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্ত্রীর খরচ তাকেই জোগাতে হবে। এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি রেণু আগরওয়াল এই রায় দেন

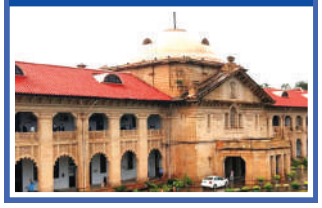

ফের পরিবর্তন

আবহাওয়ার ফের পরিবর্তন। মঙ্গলবার আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। পুবালি হাওয়ার প্রভাব বাড়বে। উপকূল সংলগ্ন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি

আজ আমতলায় অভিষেকের প্রশাসনিক পর্যালোচনা সভা

পদের লোভ দেখিয়ে নেতার টানা ধর্ষণ আত্মঘাতী বাঁকুড়ার বিজেপি নেত্রী

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৫৮ ● ২৯ জানুয়ারি, ২০২৪ ● ১৪ মাঘ ১৪৩০ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 19, Issue - 258 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 29 JANUARY, 2024 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

সুপ্রিম সবুজ সঙ্কেত মিললেই ১১,৭৬৫ শিক্ষকের চাকরি

প্রতিবেদন : ১১,৭৬৫ জনের তালিকা তৈরি। প্রস্তুত মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। বল সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম স্থগিতাদেশ উঠে গেলেই শুরু নিয়োগ প্রক্রিয়া। ইতিমধ্যেই প্যানেল তৈরির কাজ সেরে ফেলেছে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ। আজ, সোমবার শীর্ষ আদালত ছাড়পত্র দিলেই দ্রুত চাকরিপ্রার্থীদের হাতে সেই নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে, খবর পর্ষদ সূত্রে।

নিয়োগ প্রক্রিয়া কাউন্সেলিং, ইন্টারভিউ পর্যন্ত এগিয়েও আইনি জটে আটকে যায়। ফলে নিয়োগপত্র দেওয়া সম্ভব হয়নি। চাকরিপ্রার্থীদের লাগাতার আন্দোলন চলাকালীন তাঁদের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর কথা বলিয়ে দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। সেই আলোচনা সদর্থক হয়েছিল বলেও জানিয়েছিলেন চাকরিপ্রার্থীরা। এমনকী আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থীদের বিকল্প প্রস্তাব শুনতেও রাজি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল নিয়োগ-সংক্রান্ত গোটা বিষয় নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে কথা বলেছেন।

এরপরই নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে শুরু করে পর্ষদ। সুপ্রিম নির্দেশ পেলেই দ্রুত চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে। ২০২২ সালের নিয়োগের সেই প্যানেল সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্ট গত বছরেই জানিয়ে দিয়েছিল, প্রাথমিক শিক্ষক পদে চাকরির জন্য বিএড ডিগ্রিধারীরা সুযোগ পাবেন না। এর জন্য ডিএলএড পাশ জরুরি। যদিও ২০১৪ সালের সময় এই বিষয়টি বাধ্যতামূলক ছিল না। কিন্তু জটিলতা তৈরি হওয়ায় ২০১৪-র টেট উত্তীর্ণেরা ২০২০ সালে ডিএলএড কোর্সে ভর্তি হন। কিন্তু ২০২২-এর নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সময়ে তাঁরা মার্কশিট হাতে পাননি। তাঁরা চাকরিতে সুযোগ পাবেন কি না, এ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের পরে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছিল। এর ফলেই ২০২২-এর নিয়োগ প্যানেলে স্থগিতাদেশ জারি হয়েছিল।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

বন্যা

ও আকাশ তুমি ঘর বাঁধো না কেন?
ও বাতাস তোমার মুখ গোমড়া কেন?
বর্ষা তুমি সীমা ছাড়ালে কেন
বন্যার ছায়া দেখে কাঁদো না কেন?
আকাশ বাতাস নদী সাগর পাহাড়
প্রকৃতির পৃথিবীতে সবই উপহার
মাঝে মাঝে প্রকৃতি ভয়ঙ্করী
সাগর ভাসিয়ে দেয় জীবনতরী
চলার পথের আজ শেষ যে কোথায়
ঘুরে ফিরে যেতে হবে শেষ সীমানায়
তাই তো ভাবি না, ভাবতেও চাই না
যাবই যাবে যেথা শেষ রবে না।

কোচবিহারে মুখ্যমন্ত্রী একাধিক কর্মসূচি

প্রতিবেদন : রবিবার পাঁচদিনের জেলা সফরে বের হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন দুপুরে দমদম বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে তিনি হাসিমারা বিমানঘাঁটিতে পৌঁছন। তারপর হাসিমারা হয়ে কোচবিহারে নামেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার কোচবিহারে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদানের

■ কোচবিহারে মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার।

কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একঝলক দেখতে কোচবিহারের রাস্তার দু'পাশে ভিড় জমান উৎসুক মানুষজন।

সোমবারের কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেবেন একাধিক সরকারি পরিষেবা। উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন একগুচ্ছ প্রকল্পের। পরে শিলিগুড়িতেও একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। তারপর মঙ্গলবার রায়গঞ্জ ও বালুরঘাটের সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে একইভাবে তিনি বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেবেন।

বুধবার সকালে বালুরঘাট থেকে মালদহে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেও সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান রয়েছে তাঁর। মালদহ থেকে মুখ্যমন্ত্রী যাবেন মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। পরদিন মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছে যাবেন নদিয়ার কৃষ্ণনগরে। (এরপর ১২ পাতায়)

সিভিকদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য আরও এক সুখবর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত সিভিক ভলান্টিয়ারদের সম্মেলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, নিয়োগ যখন আমরা করেছি, তখন আপনাদের ভবিষ্যতের দায়িত্বও আমাদের।

এটুকু বিশ্বাস, ভরসা রাখবেন। এই সভায় ফোনের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী।

শনিবার সিভিক ভলান্টিয়ারদের সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা প্রায় দু'লক্ষ সিভিক ভলান্টিয়ারকে কাজ দিয়েছি। আপনারা অনেকেই দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। আপনারা সমাজের গর্ব। আগামী ছ'মাসের মধ্যে আপনাদের অন্যান্য দাবিও পূরণ করব। সিভিক এবং ভিলেজ পুলিশদের জন্য আলাদা পোশাক থাকলেও তাঁদের আগামী দিনে পুলিশের পোশাক দেওয়া উচিত বলেও জানান তিনি। এরপর কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপি সরকারের বঞ্চনা বড় অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। (এরপর ১২ পাতায়)

কেন্দ্রের বঞ্চনা, প্রতিবাদে রাজপথে

বিচারপতিদের বিচার কী হবে? আজ নজর সুপ্রিম কোর্টের দিকে

প্রতিবেদন : বিচারপতি বনাম বিচারপতি মামলার আজ শুনানি সুপ্রিম কোর্টে। মেডিক্যালে ভর্তি মামলা নিয়ে যার সূত্রপাত। মেডিক্যালে ভর্তি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন। ডিভিশন বেঞ্চ সেই নির্দেশ খারিজ করে দেয়। এরপর ভরা এজলাসে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ডিভিশন বেঞ্চের সহকর্মী সৌমেন সেনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই তোপ দাগেন। যা শুধু বেনজির নয়, সমালোচনার ঝড় ওঠে সর্বত্র।

হস্তক্ষেপ করে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ তৈরি হয়। শনিবার তার প্রথম শুনানিতেই বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ এবং নির্দেশজনিত সব প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ রইল। আজ, সোমবার পরবর্তী শুনানির দিন স্থির হয়। সুপ্রিম কোর্ট জানায়, মূল মামলাকারী চাইলে যুক্ত হতে পারেন। রাজ্যের বক্তব্য সুপ্রিম কোর্ট জানতে চেয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এই মামলায় পার্টি হতে চেয়েছেন। ফলে সকলের নজর শুনানির দিকে।

ফের নীতীশের বিশ্বাসঘাতকতার রাজনীতি শুরু

প্রতিবেদন : বারবার ভোলবদল নীতীশ কুমারের। বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে ঘরে-বাইরে তুমুল সমালোচনার মুখে নীতীশ কুমার। তৃণমূলের সাফ কথা, নীতীশ সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতক ও সুবিধাবাদী রাজনীতি করছেন। দল বদলে গিরগিটির মতো আচরণ করা নীতীশের ট্র্যাক রেকর্ডে রয়েছে। নীতীশ এবারও তাই করেছেন। এই ধরনের নেতাকে সঙ্গে নিয়ে চললে ইন্ডিয়ার লাভ হত না। চলে যাওয়ায় ইন্ডিয়ার সুবিধাই হল। নীতীশ যে এই পদক্ষেপ করতে পারেন, তা তৃণমূল কংগ্রেস অনেক আগেই অনুমান করেছিল। এই কারণেই জোটের নেতা হিসেবে নীতীশ কুমারের নাম প্রস্তাব করেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যে আসলে সর্ষের মধ্যে ভূত, তা তৃণমূলনেত্রী আগেই বুঝেছিলেন। তাই দলিত এবং বড় দলের নেতা খাড়গের নাম প্রস্তাব (এরপর ১২ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

29 January, 2024 • Monday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৭৬ **অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত**

(১৯০৩-১৯৭৬) এদিন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। একদিকে আধ্যাত্মিকতার গভীরে অবগাহন অন্যদিকে নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখা কল্লোল গোষ্ঠীর পুরোভাগে ছিলেন তিনি। "কারা ওরা?/ চেনেন না ওদের?/ওরা বিরাট এক নৈরাজ্যের-এক নেই রাজ্যের বাসিন্দে। /ওদের কিছু নেই/ভিটে নেই, ভিত নেই, রীতি নেই, নীতি নেই,/আইন নেই কানুন নেই বিনয় নেই ভদ্রতা নেই/ শ্লীলতা-শালীনতা নেই/ ঘেঁষবেন না ওদের কাছে। (ছন্নছাড়া)। আবার এই কবিতারই পরের দিকে, রাস্তার বখাটে ছেলেরা একজন গাড়ি চাপা পড়া ভিখিরিকে নিয়ে কবির ট্যাক্সিতে উঠে পড়তেই, অচিন্ত্যকুমার বলে ওঠেন, "রক্তে মাখামাখি সেই দলা-পাকানো ভিখিরিকে/ ওরা পাঁজাকোলা করে ট্যাক্সির মধ্যে তুলে নিল। চেঁচিয়ে উঠল সমস্বরে-আনন্দে ঝংকৃত হয়ে—/প্রাণ আছে, এখনো প্রাণ আছে/...তারপর সহসা শহরের সমস্ত কর্কশে-কঠিনে/ সিমেন্টে-কংক্রিটে।/ ইটে-কাঠে-পিচে-পাথরে-দেয়ালে-দেয়ালে/বেজে উঠল এক দুর্বার উচ্চারণ/ এক প্রত্যয়ের তপ্ত শঙ্খধ্বনি—/ প্রাণ আছে, এখনো প্রাণ আছে,/ প্রাণ থাকলেই স্থান আছে, মান আছে/ সমস্ত বাধা-নিষেধের বাইরেও/ আছে অস্তিত্বের অধিকার। ...শুধু প্রাণই আশ্চর্য সম্পদ/ এক ক্ষয়হীন আশা/ এক মৃত্যুহীন মর্যাদা।" জীবন এবং মৃত্যু, ড্রয়িং-রুম ও ফুটপাথ, বৈভব ও দারিদ্র্য, জাগতিক কামনা-বাসনা এবং বৈরাগ্য সব কিছুকেই এককলমে ধরার হিম্মত বাংলা সাহিত্যে যাঁরা দেখাতে পেরেছেন, তাঁদের অন্যতম অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "তোমার কল্পনার প্রশস্ত ক্ষেত্র ও অজস্র বৈচিত্র্য দেখে আমি মনে মনে তোমার প্রশংসা করেছি।"

১৯০৪ **যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল**

(১৯০৪-১৯৬৮) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। পরাধীন ভারতে বাঙালি নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের অন্যতম উজ্জ্বল প্রতিনিধি ছিলেন। বরিশাল থেকে করাচির ক্ষমতার অলিন্দ হয়ে বনগাঁ, এই হল যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের জীবন। ১৯৩৭ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক আইনসভায় নির্দল প্রার্থী হিসাবে লড়াই করে হারান কংগ্রেস প্রার্থীকে। নেতাজি ও শরৎচন্দ্র বসুর অনুগামী ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ। ১৯৪০ সালে নেতাজিকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের পর কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লিগে যোগ দেন তিনি। সুরাবর্দি মন্ত্রিসভার সদস্য হন যোগেন্দ্রনাথ। তখনই বাবাসাহেব আম্বেদকরের সঙ্গে হাত মেলান। ১৯৪৬-এর কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির নির্বাচনে আম্বেদকর বোম্বাই থেকে হেরে যাওয়ার পরে যোগেন্দ্রনাথই তাঁকে বাংলা থেকে জিতিয়ে এনেছিলেন। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক হিংসা শুরু হলে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়কে তাতে জড়িয়ে পড়তে বারণ করেন তিনি। তাঁর দাবি ছিল, কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে বিবাদে বোড়ে হতে পারে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পাকিস্তানের প্রথম আইনসভার ৬৯ জন সদস্যের একজন ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ। সেই আইনসভার অস্থায়ী চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হন তিনি। এর পর লিয়াকত আলি খানের মন্ত্রিসভায় আইন ও শ্রমমন্ত্রকের দায়িত্ব পান তিনি। ১৯৫০ সালের ৮ অক্টোবর পাকিস্তানি প্রশাসনের হিন্দুদের ওপর বৈষম্যের অভিযোগে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন তিনি। এর পর চলে আসেন ভারতে। ভারতে এসে তৎকালীন ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁয় বসবাস শুরু করেন তিনি।

১৮৬০
আন্তন পাভলোভিচ চেখভ

(১৮৬০-১৯০৪) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক ছোটগল্পের রূপদক্ষ স্রষ্টাদের কথা উঠলে তিনটি নাম অবধারিতভাবে আসতে বাধ্য— গি দ্য মপাসাঁ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আন্তন চেখভ। প্রথম জন ফরাসি, দ্বিতীয় জন বাঙালি আর তৃতীয় জন রুশ। মস্কোতে চেখভ পড়েছিলেন ডাক্তারি। রাশিয়ায় কলেরা মহামারী দেখা দেওয়ায় বছরখানেক কষে ডাক্তারি করেন, কিন্তু ওই পেশার মেহনত চেখভের দুর্বল শরীরে সয়নি। তাছাড়া ততদিনে লেখক হিসেবে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ায় বাকি জীবনটা কলম চালিয়েই পার করেন। আন্তন চেখভের গল্পের বিশেষত্বই হচ্ছে, অন্তরালের মানসিকতাকে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা করা। সুখ, দুঃখ, আশা, হাস্যরস, হঠকারিতা মানুষের জীবনে যেভাবে আরও দশটা ঘটনার মতো প্রতিভাত হয়, সেই সাদামাটা, সর্বজনীন জীবনধারার স্বাভাবিক অথচ প্রায় অদৃশ্য স্রোত তুলে ধরার ক্ষমতা চেখভের ছোটগল্পগুলোকে অমরত্ব দান করেছে।

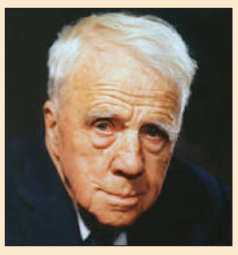

১৯৬৩ **রবার্ট ফ্রস্ট** (১৮৭৪-১৯৬৩) এদিন প্রয়াত হন। মার্কিন কবি। লিখেছেন প্যাচপেচে তুষার, জোনাকি, হেমলকের ডাল থেকে খসে পড়া বরফ নিয়ে অপূর্ব সব কবিতা। তিনিই একমাত্র কবি যিনি চারবার পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কাজল

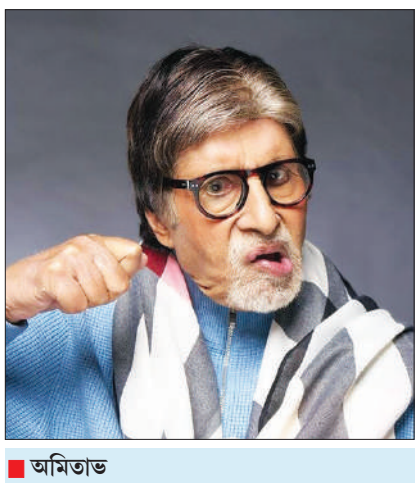

■ অমিতাভ

■ দেবলীনা

পার্টির কর্মসূচি

পুরুলিয়া জেলা আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে বলরামপুর ব্লক আইএনটিটিইউসি'র সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় সরকারের ১০০ দিনের ও বিভিন্ন প্রকল্পের বকেয়া টাকা আটকে রাখার প্রতিবাদে মিছিল ও শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শান্তিরাম মাহাত, বাগমুন্ডির বিধায়ক সুশান্ত মাহাত ও পুরুলিয়া জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি উজ্জ্বল কুমার ও অন্যরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-৯১৭

১		২		■	৩		৪
	■		■	৫		■	
	■	৬			■	৭	■
৮	৯	■	■	১০			■
■	১১		১২	■	■	১৩	১৪
■		■	১৫		১৬	■	
১৭	■	১৮		■		■	
১৯			■	২০			

পাশাপাশি : ১. শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ বা কাজ ৩. উৎসব ৫. সূর্যসম্পর্কিত, সূর্যের ৬. নং ৮. দেশের প্রধান শাসক ১০. বাড়ি ১১. আত্মসাৎ, লোপাট ১৩. করতালি ১৫. তির, বাণ ১৮. উৎসর্গ ১৯. জাগ্রৎ, জেগে আছে এমন ২০. একেবারে চূর্ণ এবং ধ্বংস।

উপর-নিচ : ১. আস্তাবল, ঘোড়ার ঘর ২. রপ্তানি ৩. আপন নয় ৪. আশীর্বাদ ৫. সুগন্ধ, সুবাস ৭. সাধারণ মানুষ ৯. পায়চারি ১২. অপরাধীদের বধ্যভূমি, শ্মশান ১৪. এই আকারের ১৬. খাতির, সম্মান ১৭. নিজস্ব ১৮. চিহ্ন, ছাপ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৯১৬ : পাশাপাশি : ২. তর্কবিজ্ঞান ৫. সদসৎ ৬. কাটতি ৭. জয়পাল ৯. অন্নদাতা ১২. দেশনা ১৩. বিশ্বদেব ১৪. মলয়ানিল। **উপরনিচ :** ১. রসরাজ ২. তৎকাল ৩. বিপ্রতিপন্ন ৪. নগদি ৮. পাকদেওয়া ৯. অনাবিল ১০. তালেবর ১১. নিঝুম।

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়

• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।

সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087

• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21

City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

29 January, 2024 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২৯ জানুয়ারি ২০২৪
সোমবার

■ বঞ্চনার প্রতিবাদে মিছিল। রবিবার। গোলপার্ক থেকে হাজরা মোড়।

বঞ্চনার প্রতিবাদে রাজপথে তৃণমূল

প্রতিবেদন : রাজ্যের বকেয়া মেটেনি। কেন্দ্রের বঞ্চনা চলছেই। তারই প্রতিবাদে ফের গর্জে উঠল মহানগরী। কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের বকেয়া নিয়ে একাধিকবার সরব হয়েছে তৃণমূল। কেন্দ্রকে বারবার আর্জি জানিয়েও মেলেনি একশো দিনের কাজের টাকা, আবাস যোজনা, গ্রাম সড়ক যোজনা, ধান কেনার প্রাপ্য টাকা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বকেয়া আদায়ে একাধিকবার দিল্লিতে দরবার করেছেন। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই বকেয়ার দাবিতে ধরনাতেও বসেছেন। তারপরও প্রাপ্য না মেলায় বিজেপি সরকারের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ গর্জে উঠল তৃণমূল। রবিবার সরকারি প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে কলকাতায় মিছিল করে তৃণমূল। দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূলের উদ্যোগে গোলপার্ক থেকে মিছিল শুরু হয়। গড়িয়াহাট হয়ে সেই মিছিল শেষ হয় হাজরায়। মিছিলে হাঁটেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, বাবুল সুপ্রিয়, বিধায়ক দেবাশিস কুমারের মতো নেতারা। ছিলেন সাংসদ সুব্রত বক্সি, মালা রায়, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, জয়প্রকাশ মজুমদার, কাউন্সিলর অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। হাজরায় তৃণমূলের সভায় মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, অবিলম্বে একশো দিনের কাজের টাকা দিক কেন্দ্রীয় সরকার। এই টাকা রাজ্যের ন্যায্য পাওনা। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী এই টাকা কেন্দ্র আটকে রাখতে পারে না। কেন্দ্র অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছে রাজ্যের পাওনা, তাই ছাত্র-যুব সবাইকে নিয়ে আমরা বাধ্য হয়েছি রাস্তায় নামতে। আজও বাংলা মানুষের জন্য পথে নেমেছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও পথে নেমে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন। যতক্ষণ না কেন্দ্র আমাদের প্রাপ্য টাকা দেবে ততদিন তৃণমূলের এই প্রতিবাদ আন্দোলন চলবে।

■ দক্ষিণ কলকাতার প্রতিবাদ সভায় রাজ্যের তৃণমূল নেতৃত্ব।

■ দক্ষিণ কলকাতায় প্রতিবাদ মিছিলে মহিলাদের নজরকাড়া উপস্থিতি।

মাধ্যমিকের জন্য পর্ষদের নির্দেশ

পরীক্ষকদের আটটার মধ্যে ঢুকতে হবে পরীক্ষাকেন্দ্রে

প্রতিবেদন : দু'ঘণ্টা করে এগিয়ে এসেছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময়সীমা। তাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও পরীক্ষার হলে ঢোকার সময়সীমা এগিয়ে আনার কথা ঘোষণা করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিদ্যালয়ে আটটার মধ্যে ঢুকতে হবে। অন্যথায় দেরি হলে পর্ষদকে রিপোর্ট দিয়ে তার কারণ জানাতে হবে। জেলায় জেলায় এই নির্দেশিকা ইতিমধ্যেই পাঠিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে পারবে সকাল সাড়ে আটটার পর থেকে। ৯টা ১৫ নাগাদ মুখবন্ধ খামে প্রশ্ন যাবে পরিদর্শকদের কাছে। ৯.৩৫ মিনিটে হলে ঢুকবেন পরিদর্শকরা। এরপর সবার সামনে ৯.৪৫-এ প্রশ্ন খুলে তা পরীক্ষার্থীদের হাতে দেওয়া হবে। ৯.৫৫ মিনিটে খাতা দেওয়া হবে, দশটা থেকে লেখা শুরু করতে পারবে পরীক্ষার্থীরা।

আজ অভিষেকের প্রশাসনিক সভা

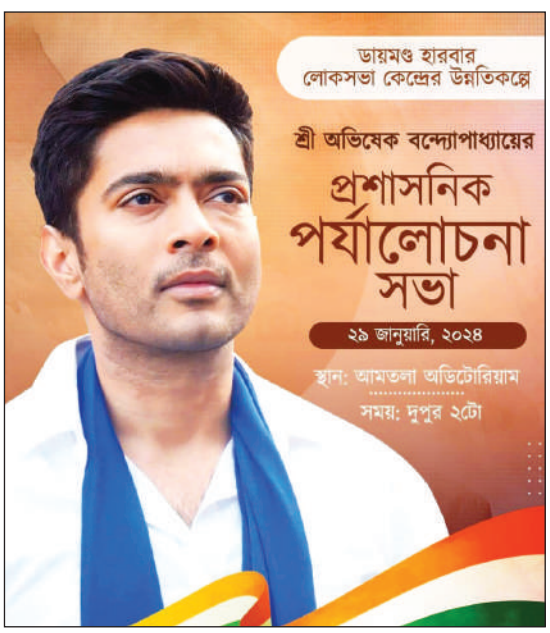

লক্ষ্য ডায়মন্ড হারবারের উন্নয়ন

প্রতিবেদন : নিজের কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে বরাবরই বাড়তি নজর অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের। কিছুদিন আগেই তিনি নিজের নির্বাচনী এলাকায় শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকল্প চালু করেছেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের মানুষের জন্য বার্ধক্য ভাতা দেন। আবারও ডায়মন্ড হারবারের উন্নয়নে তিনি বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ। সেই লক্ষ্যেই আজ সোমবার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক সভা করবেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলায়।
তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কয়েক সপ্তাহ আগেই ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের পৈলানে একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন। নিজের লোকসভা কেন্দ্রে তিনি যে বাড়তি সময় দেবেন, তাও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সেইমতোই সোমবার আমতলা অডিটোরিয়ামে একটি প্রশাসনিক পর্যালোচনা সভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই তিনি জনসাধারণের পরিষেবায় বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। করোনাকালে নিজের উদ্যোগে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ডায়মন্ড হারবারবাসীর। আবারও তিনি ডায়মন্ড হারবারের উন্নয়ন ও জনসাধারণের পরিষেবায় উদ্যোগী হলেন। সেই লক্ষ্যেই তিনি প্রশাসনিক পর্যালোচনা করতে চলেছেন। সোমবার দুপুর দু'টো নাগাদ জেলা তথা ডায়মন্ড হারবারের প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে তিনি পর্যালোচনা সভা করবেন।

■ ফুলবাগানে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার উদ্বোধন। ছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন চৌধুরী, কুণাল ঘোষ, ঋজু দত্ত, অয়ন চক্রবর্তী, আশুতোষ দাস, পবিত্র বিশ্বাস, মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়, পরেশ পাল ও মৃত্যুঞ্জয় পাল। গোটা কর্মযজ্ঞের উদ্যোক্তা ছিলেন সুপ্তি পাণ্ডে ও শ্রেয়া পাণ্ডে।

■ আজ উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের আয়োজনে ৪৩তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু-সহ অন্যরা।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
29 January, 2024 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

গিরগিটি

দেশের রাজনীতির নতুন 'লজ্জা'র নাম এখন নীতীশ কুমার। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী রাজনীতির সমস্ত নীতি নৈতিকতা জলাঞ্জলি দিয়ে নির্লজ্জের মতো জোট সঙ্গী পরিবর্তন করে চলেছেন। বারবার ভোলবদল। বারবার ডিগবাজি। বারবার মিথ্যাচারের রাজনীতি। ঘরে-বাইরে তাই নীতীশের রাজনৈতিক সততা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। যখন যেরকম ইচ্ছে হয়েছে, তখন রং বদল করেছেন। অনেকটা গিরগিটির মতো। নীতীশের মতো রাজনীতিবিদদের জন্যেই রাজনীতিকদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা কমছে। রাজনীতিবিদদের বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে এসে ঠেকেছে। একদিকে ইন্ডিয়া জোটের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ঘটনাই ঘটেছে। নীতীশ চলে যাওয়ায় জোটে এতটুকু শূন্যতা তৈরি হবে না। বরং দিন-রাতে জামা পাল্টানো এসব নেতাদের আসল চরিত্রগুলো প্রকাশ্যে চলে এল। নীতীশকে যথাযথ বুঝেছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে নেতা হিসেবে নীতীশের নাম পেশ করেননি, করেছিলেন খাড়গের নাম। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝেছিলেন, সর্ষের মধ্যে ভূত লুকিয়ে রয়েছে। যেকোনও সময় দলবদল করতে তৈরি নীতীশ কুমার। একেই বলে অভিজ্ঞ নেত্রী, পোড়খাওয়া নেত্রী। আসলে নীতীশ কুমাররা তো রাজনীতিকে কলুষিত করছেন। আর এর জবাব দেবেন মানুষই। বিহারের মানুষকে যদি বোকা ভেবে থাকেন, তাহলে মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন নীতীশরা। আর নীতীশকে যারা এই নীতিহীন কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করল সেই বিজেপিও আগামী ভোটে বুঝবে, অর্থের বিনিময়ে ক্ষমতায় বসা যায়, কিন্তু মানুষের মন জয় করা যায় না। লোকসভা ভোটে মানুষ বুঝিয়ে দেবে দুই দলকেই।

e-mail থেকে চিঠি

গান্ধীর রাম, রামনামে গান্ধী

২০২৪ সালের পরিব্যাপ্ত রামসংস্কৃতি থেকে গান্ধী ও তাঁর রামের দূরত্ব বিরাট, বহু-যোজন। গান্ধী রামনাম করতেন, রামভজন গাইতেন, রামভক্তি তাঁর ধর্মভাবনার মৌলিক অংশ ছিল, জীবনের শেষ মুহূর্তে রামের নামই করেছিলেন— কিন্তু গান্ধীর সেই রাম একেবারে আলাদা, গান্ধীর ধর্মও আলাদা। সেই জন্যেই এখনকার দেশে গান্ধীর প্রিয় রামভজনটি গাওয়ার সময় সন্তর্পণে গানের মধ্যে কারিকুরি করে নিতে হয়, 'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম' বাদ দিতে হয় 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম'-এর স্মরণ থেকে। যে গান্ধীকে গডসে এবং আরএসএস হিন্দুদের এক নম্বর শত্রু বলে দাগিয়ে দেন, সেই গান্ধী কিন্তু আজীবন হিন্দুসমাজে প্রোথিত থেকেছেন, নিজে ধর্মভীরু থেকেছেন, নিজেকে বারবার সনাতন হিন্দুত্বে বিশ্বাসী বলেছেন। আবার অন্য দিক দিয়ে, তিনি যে আলাদা, তিনি যে বিজেপি-আরএসএসের মনোমতো নন, সেটা বোঝাতে দাবি করতে হয় গান্ধী রাম-নাম করে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে পারেনই না মোটে। তাঁর চরিত্র বিষয়ে নানা চমকদার গল্পকাহিনি বানিয়ে আজকের ফেক-নিউজ়-উন্মুখ ভারতীয় মনকে ভরাতে হয় যাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কানাঘুষো করতে পারে, গান্ধী 'আসলে কত খারাপ লোক'! গান্ধীর কাছে ধর্ম আসলে একটা বোধ ও বুদ্ধির চর্চা। ধর্ম বলতে যেমন সব ভাবনাচিন্তা বন্ধ করে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা চালু আছে, গান্ধী সেটার উল্টো পথের পথিক। ধর্ম বলতে যাঁরা লোকখেপানো মারপিট-করানো ট্রোল-বানানো সমাজনির্মাণ বোঝেন, সেই বিজেপি, মোদি শাহেদের পক্ষে এই বিকল্প-ধর্ম সন্ধানী গান্ধীকে হজম করার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। তাঁদের তাই হ য ব র ল-র বেড়ালের মতো চশমাটি নিয়েই কেটে পড়তে হয়, গান্ধী-বাদ থেকে বাদ যান গান্ধী। তরুণ বয়সে গান্ধী নিজে রায়চাঁদভাই বলে এক জৈন সন্ন্যাসীর বিশেষ অনুরক্ত হয়ে পড়েন। বারবার বলতেন, সনাতনী হিন্দু হওয়ার অর্থ হল বাইবেল, কোরান এবং সব ধর্মগ্রন্থ সমান শ্রদ্ধা নিয়ে পড়া ও জানা। রামরাজ্য তাঁর কাছে একটা আদর্শের অভিমুখ, যে আদর্শে সকলের স্থান পাশাপাশি, শান্তিপূর্ণ। যে সূক্ষ্মতার সঙ্গে তিনি হিন্দু, সনাতন, রাম এই সব ভাবনা বুঝতেন, ভারতীয় জনতা পার্টি ও তার চ্যালা-চামুন্ডারা তা পারে না, পারতে চায় না। তাই তাঁর কাজের বহিরঙ্গটিই জনচক্ষে ধরা পড়ে, অন্তরঙ্গ ভাবনা যায় হারিয়ে। এমনই হারিয়ে যায় যে, তাঁকেই শত্রু বানিয়ে হত্যা করা হয়। হে রাম!

— শ্যামলী চক্রবর্তী, বাদু, মধ্যমগ্রাম

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

বঞ্চনা আর মানব না
এবার তোমায় ছাড়ব না

অনেক হয়েছে আর নয়। প্রাপ্য টাকা দাও, নইলে এবার বিদায় নাও। কেন্দ্রের মোদি সরকারকে চরম হুঁশিয়ারি বাংলার মা-মাটি-মানুষের। লিখছেন **আকসা আসিফ**

এত গোসা! বিধানসভার ভোটে বাংলার মানুষ মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছিল বলে এখন তাঁদের ভাতে মারার ছক!

মোদি-শাহরা শুনে রাখুন, এই বদমায়েশির মেয়াদ এবার ফুরিয়েছে। সময় বেঁধে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প খাতে বিপুল বকেয়া আগামী সাতদিনের মধ্যে না মেটানো হলে 'বড় আন্দোলন' অবশ্যম্ভাবী। ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখা এখনও বাকি। এবার সে সাধ মেটাবে বাংলার মা-মাটি-মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'একাধিকবার অনুরোধ করা হয়েছে। দাবি তোলা হয়েছে রাজ্যের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার। আমি নিজে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এসেছি। কিন্তু কেন্দ্র একটা টাকাও দিচ্ছে না। আমরা আর সাত দিন অপেক্ষা করব। তার পরে বড় আন্দোলনে যাব। এর শেষ দেখে ছাড়ব।' ফের আন্দোলনের পথে জননেত্রী।

মানুষের দাবিতে মানুষকে নিয়ে আন্দোলনের পথে। বকেয়া টাকা পেতে চেষ্টায় কোনও খামতি রাখেনি তাঁর সরকার। কেন্দ্র যখন যে শর্ত চাপিয়েছে, সব মেনে চলার পরও বাংলার মানুষকে ভুগতে হচ্ছে। স্রেফ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই বাংলাকে আর্থিকভাবে কোণঠাসা করার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে মোদি সরকার। কলকাতার রেড রোড থেকে দিল্লির কৃষক ভবন— প্রাপ্য আদায়ের লক্ষ্যে গত এক বছরে বারবার আন্দোলনে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রেড রোডে টানা দু'দিন অবস্থানে বসেছিলেন জননেত্রী। বঞ্চিতদের সঙ্গে নিয়ে দিল্লিতে ধরনায় বসেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে নবান্নর তরফে প্রশাসনিক স্তরে সবরকম আলাচনা চালিয়ে যাওয়া হয়েছে কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের সঙ্গে। কর্ণপাত করেনি কেন্দ্র। গত মাসে এই ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে জট খুলবে বলে আশায় বুক বেঁধেছিল বাংলার প্রান্তিক মানুষ। মোদির আশ্বাস মতো গত সপ্তাহে কেন্দ্র-রাজ্য প্রশাসনিক স্তরের বৈঠকও হয়েছে। তারপর আবার সব চুপচাপ! সেই বৈঠকও কার্যত নিষ্ফলা হতে বসেছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, টাকা ছাড়ার ব্যাপারে কেন্দ্রের কোনও সদিচ্ছা নেই। কারণ, ১০০ দিনের কাজ এবং আবাস যোজনা নিয়ে বৈঠকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আগের প্রশ্নগুলিই উত্থাপন করছে তারা। সমাধান নিয়ে কোনও আলোচনায় আগ্রহ নেই তাদের। এই পরিস্থিতিতে জোরালো আন্দোলনই একমাত্র পথ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১০০ দিনের কাজ এবং আবাস যোজনার ১৫ হাজার কোটি-সহ মোট ১.১৬ লক্ষ কোটি টাকা কেন্দ্রের থেকে প্রাপ্য বাংলার।

আসলে এই মোদি সরকার ভাঁওতা দেওয়ার সরকার, ধাপ্পা দেওয়ার সরকার। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে উঠে আসবে ভারত। তার জন্য আর খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে না। বুক ফুলিয়ে এমনই দাবি করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু আসল ছবিটা একেবারেই আলাদা। আগামী মার্চ মাসে অর্থবর্ষ শেষে দেশের আর্থিক পরিস্থিতি কী হতে পারে, তার পূর্বাভাস সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট পেশ করেছে পরিসংখ্যান মন্ত্রক। সেখানেই দেখা যাচ্ছে, শুধু করোনাকালে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেশ খানিকটা ধাক্কা খায়। কিন্তু তা বাদে বিগত ২২ বছরে তুলনামূলক ভাল ছিল এই ক্ষেত্রের বৃদ্ধির হার। ২০০২-০৩ অর্থবর্ষে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার ছিল ৬.২ শতাংশ। তারপর থেকে বরাবর তা ৭.৯ শতাংশের উপরেই থেকেছে। পরিসংখ্যান মন্ত্রকের পূর্বাভাস, চলতি অর্থবর্ষ শেষে এদেশের মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি হার ৭.৯ শতাংশ থাকবে। রিপোর্টে দেওয়া তথ্য বলছে, ২০১৯-২০-এ তা ৫.১ শতাংশে নেমে আসে। অথচ তার আগের অর্থবর্ষেই সেই হার ছিল ৯.৩ শতাংশ। ভাল ফলাফল হয়নি ২০২০-২১ অর্থবর্ষেও। কারণ, করোনা-লকডাউন। পরপর দু'বছর ধাক্কা খেয়েছিল মানুষের রোজগার, দেশের অর্থনীতি। শুধু ভারত নয়, গোটা বিশ্বই সেই অভিশাপের বাইরে বেরোতে পারেনি। কিন্তু চলতি অর্থবর্ষে তেমন কোনও বিরূপ পরিস্থিতি না থাকলেও, থমকাল মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি। দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় কত, তার হিসেব কষা হয় জিডিপির নিরিখে। তথ্য অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে তা ছিল ১ লক্ষ ৭২ হাজার ২৭৬ টাকা। চলতি বছরে সেই মাথাপিছু আয় দাঁড়াতে পারে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৮৫৪ টাকায়। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ৭.৯ শতাংশ। অথচ, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে সেটাই ছিল ১৬ শতাংশ। দেশের 'নিট আয়'কে সামনে রেখে এই হিসেব কষেছে মোদি সরকার। মোট আয় থেকে সরকারি সম্পদ এবং পরিকাঠামো খাতে বার্ষিক ব্যয় বাদ দিলে 'নিট আয়' পাওয়া যায়। কিন্তু যদি দেশের 'মোট আয়'-এর হিসেব দেখা যায়, তাহলে চলতি অর্থবর্ষে পরিস্থিতি আরও খারাপের আশঙ্কা। সেক্ষেত্রে এবার মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার দাঁড়াতে পারে ৭.৮ শতাংশে, গত বছর যা ছিল ১৪.৯ শতাংশ। প্রান্তিক মানুষের হাল যদি আর্থিকভাবে উন্নত না হয়, তাহলে অর্থনীতির বৃদ্ধির সুফল কী হবে? অর্থাৎ এই ব্যাপারে যা বলা হচ্ছে, তার কোনও সারবত্তা নেই। সবটাই মিথ্যে। সবটাই জুমলা। কেন্দ্রের পরিসংখ্যান থেকেই সেটা স্পষ্ট।

অর্থাৎ, সন মিলিয়ে গোটা ভারতকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে মোদি সরকার। আর পশ্চিমবঙ্গের প্রতি তাদের বিরূপতা অনেকটাই বেশি।

এই মোদি সরকার আর নেই দরকার।

২০২৪-এ আসছে দিন, এদের এবার বিদায় দিন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আসছে সরস্বতী পুজো। কুমোরটুলিতে চলছে সরস্বতী মূর্তি তৈরির ব্যস্ততা

পলিটেকনিক, আইটিআইতে মেয়েদের যোগদান বাড়াতে উদ্যোগী রাজ্য

ছাত্রীদের জন্য ২০ শতাংশ সংরক্ষণ

প্রতিবেদন : কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের অংশ গ্রহণ বাড়াতে রাজ্য সরকার আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে। রাজ্যের সমস্ত পলিটেকনিক, আইটিআই ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে মেয়েদের জন্য ২০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। একই সঙ্গে কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং নদীয়ার কল্যাণী, হুগলির চুঁচুড়া, চন্দননগর ও শ্রীরামপুর মহকুমা ছাড়া জেলাগুলির ক্ষেত্রে সেখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ এর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে দু'দফায় কাউন্সেলিয়ের পরও

ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি পূরণ না হলে সেগুলিকে সাধারণ আসনে পরিণত করার সংস্থান থাকবে। জিটিএ এলাকার কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও স্থানীয়দের ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে অন্য এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগও থাকছে। কারিগরি শিক্ষা দফতর সম্প্রতি পলিটেকনিক, আইটিআই এবং ভিটিসিগুলিতে ভর্তি সংক্রান্ত নতুন নীতি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি সম্প্রতি জারি করেছে। নতুন নীতিতে বলা হয়েছে, যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি হবে। মেধা হবে একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। সরকারের নতুন নীতিতে ভর্তির কাউন্সেলিং ও নথি যাচাই করার প্রক্রিয়াও সরল করা হচ্ছে। নির্দিষ্ট পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে ভর্তির জন্য আবেদন ও ফি জমা দেওয়ার ব্যবস্থাও হবে। এবার থেকে পরীক্ষার্থীদের নথি যাচাইয়ের জন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট করা হবে। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের দূরে যেতে হবে না।

চালকহীন মেট্রোর ট্রায়াল রান

প্রতিবেদন : কলকাতা মেট্রোয় এবার নয়া চমক। ড্রাইভার ছাড়াই গড়াবে মেট্রো রেলের চাকা। প্রথমে একটি রুটে পরীক্ষামূলকভাবে এই ব্যবস্থা চালু হবে। আগামিদিনে কলকাতার সব ক'টি করিডরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেট্রো চলবে। তখন চালকের ভূমিকা হবে শুধু তদারকি করা। রবিবার ছিল চালকহীন মেট্রোর ট্রায়াল রান। সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ স্টেশন পর্যন্ত রুটে অটোমেটিক ট্রেন অপারেশন বা এটিও পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে চালানো হল ট্রেন। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোয় সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত অংশে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ট্রেন চালানো এবং তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রেলওয়ে সেফটি কমিশনারের প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র মিলেছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই পদ্ধতিতে ট্রেন চালানোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। তারই ফলাফল খতিয়ে দেখে মেট্রোর দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি গত সপ্তাহে ছাড়পত্র দেয়।

তার পরেই এদিন ছিল ট্রায়াল রান। ট্রায়াল রান পুরোপুরি সফল বলে দাবি করেছে মেট্রো। এদিন সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহের মধ্যে প্রায় ২ ঘণ্টা ৭৪ কিলোমিটার গতিবেগে এই ট্রায়াল রান চলে। নতুন ব্যবস্থায় আগের চেয়ে কম সময়ের ব্যবধানে ট্রেন চালানো যাবে বলেই মনে করছেন মেট্রো কর্তারা। তবে ঠিক কবে থেকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ট্রেন চলবে তা এখন নির্দিষ্ট করে বলতে পারেনি মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস

প্রতিবেদন: লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ও সেই সময়ের কলকাতার কিছু উদারমনস্ক মানুষের দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের ফল এই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ। তারপর কেটেছে ১৯০টা বছর। ২৮ জানুয়ারি ছিল এই মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস। উপস্থিত ছিলেন ছিলেন বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাঝি, প্রিন্সিপাল ডাঃ ইন্দ্রনীল বিশ্বাস, ডিন অফ স্টুডেন্ট ডাঃ মানব নন্দী, এমএসভিপি ডাঃ অঞ্জন অধিকারী, স্বামী সর্বোত্তমানন্দ, বিজ্ঞানী দীপ্যমান গঙ্গোপাধ্যায়-সহ প্রমুখ। যদিও ২৭ জানুয়ারি থেকেই দ্বিশত বর্ষ উদ্‌যাপনের সূচনা হয়ে গিয়েছিল। রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর হাত দিয়েই ওড়ানো হয় ফানুস। উপস্থিত অন্যান্য অতিথি ও চিকিৎসকেরা নীল-সাদা রঙের ১৯০টি বেলুন উড়িয়ে সূচনা করেন প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন এবং প্রাক্তনীদের ৮৯তম পুনর্মিলনের

বীজপুরে দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া বোমায় আহত দুই

সংবাদদাতা, বারাকপুর : বোমাবাজিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত বীজপুর থানার সুবোধ রায় সরণি। এক লোহা ব্যবসায়ীর গোডাউন লক্ষ্য করে বোমাবাজি করে কিছু দুষ্কৃতী। পরপর তিনটি বোমা ফাটার আওয়াজে গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন ওই গোডাউনের দুই কর্মী। তাঁদের ভর্তি করা হয়েছে কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে। কাঁচড়াপাড়ার সুবোধ রায় সরণিতে ব্যবসায়ী গোডাউন লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীদের বোমাবাজি, আহত দুই কর্মী। অভিযোগ, রবিবার দুপুরে টোটোতে চেপে দুষ্কৃতীরা এসে ব্যবসায়ী মধু রায়ের গোডাউন লক্ষ্য করে বোমাবাজি করে চম্পট দেয়। প্রকাশ্য দিবালোকে বোমাবাজির ঘটনায় আতঙ্কিত স্থানীয়রা। গোডাউন মালিকের মেয়ে অনিতা কৈরী জানান, ক্যান্সারে আক্রান্ত মা-কে বাড়ির গেটের সামনে বসিয়ে ওষুধ খাওয়াচ্ছিলাম। একটা আওয়াজ হতেই মাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ি। ঘটনার পর বীজপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটা তাজা বোমা উদ্ধার করেছে।

শ্রীরামপুর ৫২তম মহকুমা শিশু উৎসব

সংবাদদাতা, হুগলি: অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৫২তম শ্রীরামপুর মহকুমা শিশু উৎসব। রবিবার উৎসবের সূচনা করেন শ্রীরামপুর পুরসভার পুর প্রধান গিরিধারী সাহা। একইসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান অমিয় মুখোপাধ্যায়, পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সন্তোষকুমার সিং, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল তিয়াসা মুখোপাধ্যায়-সহ শ্রীরামপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মাহেশ জগন্নাথ দেবের ঐতিহাসিক স্নান পিরি মাঠ থেকে নানা রঙিন সাজে সজ্জিত হয়ে শিশুরা জি টি রোড ধরে এগিয়ে যায়, বিভিন্ন সংগঠন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এই উৎসবে যোগদান করে। স্নানপিরি মাঠ থেকে আরএমএ মাঠ পর্যন্ত প্রায় চার

কিলোমিটার রাস্তার দু'ধার জুড়ে অগণিত মানুষ উপস্থিত থেকে শিশুদের উৎসবকে উৎসাহিত করে।

এখনও সঙ্কটজনক

প্রতিবেদন : এখনও সঙ্কটজনক কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র তথা বিধায়ক অতীন ঘোষের মা গীতা ঘোষ। শনিবার তিনি বাড়িতেই অগ্নিদগ্ধ হন। ৭০ শতাংশ অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু এখনও তিনি বিপন্মুক্ত নন বলেই হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। সম্পূর্ণ সংক্রমণমুক্ত ওয়ার্ডে তাঁর চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসকেরা তাঁকে আরও ৪৮ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। তারপরেই তাঁর শারীরিক অবস্থা জানা যাবে।

■ আরামবাগে নওপাড়া ফুটবল উৎসবে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

■ বেলেঘাটা ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পাখি ও রঙিন মাছের মেলায় তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ও ঋজু দত্ত। ছিলেন অয়ন চক্রবর্তী, অলোক দাস, মৃত্যুঞ্জয় পাল প্রমুখ।

■ রবিবার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি, প্রিন্সিপাল ডাঃ ইন্দ্রনীল বিশ্বাস, ডিন অফ স্টুডেন্টস ডাঃ মানব নন্দী, এমএসভিপি ডাঃ অঞ্জন অধিকারী, স্বামী সর্বোত্তমানন্দ, বিজ্ঞানী দীপ্যমান গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

■ কাউন্সিলর সুপর্ণা ঘোষ পালের নেতৃত্বে অর্জুনপুরের চড়কতলায় বাৎসরিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিধাননগর পুরসভার মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। রবিবার।

■ হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে গোপীনগর হড়া মোড় থেকে ডাকবাংলো পর্যন্ত মহামিছিল। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, ব্লক সভাপতি দেবাশিস পাঠক প্রমুখ।

রাজ্য
29 January, 2024 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

■ রবিবার নন্দনে কলকাতা আন্তর্জাতিক চিলড্রেন্স ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সাংবাদিক বৈঠকে অতিথি অভিনেতা মোহন আগাসে।

সড়কপথে চাপ কমাতে জলপথ পরিবহণে জোর রাজ্যের

গঙ্গার দুই পাড়ে আরও ১৫টি জেটি

প্রতিবেদন : সড়কপথে যানবাহনের চাপ কমাতে রাজ্য সরকার জলপথ পরিবহণের ওপর জোর দিচ্ছে। এই লক্ষ্যে বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় কলকাতা ও সংলগ্ন শহরতলির বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সহ জেটি নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে গঙ্গার দুই পাড়ে মোট ১৫টি অত্যাধুনিক ভাসমান জেটি তৈরি হবে। এর মধ্যে রয়েছে উত্তর বারাকপুরের বাবাজি ফেরিঘাট, বৈদ্যবাটির কানাইদিওয়ার ফেরি ঘাট, ভাটপাড়ার আতপুর ঘাট, চন্দননগরের গোন্দলপাড়া, হাওড়ার বালি ঘাট, উত্তর ২৪ পরগনার বরানগর, হাওড়ার জগন্নাথ ঘাট, হাওড়ার সাঁকরাইলের পোদরা, কলকাতার

রাজাবাগান ঘাট, হুগলির চুঁচুড়ার চাঁদনি ঘাট, তামলিপাড়া ও হুগলি ঘাট, হালিশহরের জুটমিল ঘাট, এছাড়া মেটিয়াবুরুজ জেটি ঘাট এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুজালি ঘাট।

যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সেখানে একাধিক শৌচালয় সহ নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকবে। প্রতিবন্ধীরাও যাতে লঞ্চে যাতায়াত করতে পারেন তার জন্য সিঁড়ির বদলে র‍্যাম্প তৈরি করা হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন এই প্রকল্প রূপায়ণ করবে। বছর দেড়েকের মধ্যেই এই কাজ শেষ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। হুগলি নদীতে অত্যাধুনিক জেটি তৈরির পাশাপাশি বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় মোট ১৩টি ইলেকট্রিক ফেরি কিনতে চলেছে রাজ্য সরকার। তার মধ্যে সাতটি নন এসি এবং বাকিগুলো এসি ডেকযুক্ত। এর ফলে জলপথের প্রতি লোকে বেশি করে আকৃষ্ট হবেন বলে মনে করছেন পরিবহণ দফতরের কর্তারা।

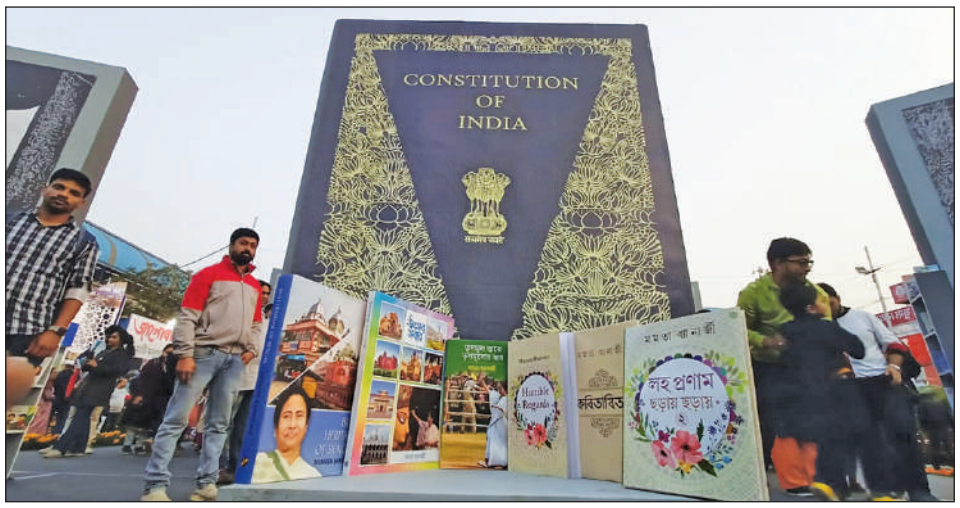

■ কলকাতা বইমেলায় জাগোবাংলার স্টল। মুখ্যমন্ত্রীর লেখা বই। মানুষের প্রবল আগ্রহ। — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন্দ্রের বঞ্চনা, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ সভা ডায়মন্ড হারবারে

সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে বারবার সরব হয়েছে রাজ্য। রবিবার আরও একবার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে ডায়মন্ড হারবার স্টেশন বাজারে ধিক্কার সভার আয়োজন করল তৃণমূল কংগ্রেস। ধিক্কার সভায় উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক পান্নালাল হালদার। ডায়মন্ড হারবার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রণব কুমার দাস, ভাইস চেয়ারম্যান রাজশ্রী দাস, মহিলা সভানেত্রী মনমোহিনী বিশ্বাস, ডায়মন্ড হারবার টাউন তৃণমূল সভাপতি সৌমেন তরফদার ও ডায়মন্ডহারবার দু'নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি অরুময় গায়েন সহ অন্যরা। মূলত এদিনের এই সভা থেকে একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সরব হয় তৃণমূল নেতৃত্ব। ঠিক তেমনই আগামী লোকসভার

■ ডায়মন্ড হারবারের প্রতিবাদ সভায় পান্নালাল হালদার, প্রণব কুমার দাস, রাজশ্রী দাস, মনমোহিনী বিশ্বাস, সৌমেন তরফদার প্রমুখ।

নির্বাচনে গতবারের তুলনায় রেকর্ড সংখ্যক ভোটে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ী হবেন এমনও ঘোষণা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। ডায়মন্ড হারবার বিধায়ক পান্নালাল হালদার বলেন, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি বিধানসভায় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে উন্নয়নের কাজ হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে বার্ধক্যভাতার ব্যবস্থা করেছেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিটি মানুষের জন্য চিন্তা করেন এখানে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওঁর বিরুদ্ধে যিনিই প্রার্থী হোন না কেন, তাঁর জামানত রাজনৈতিকভাবে জব্দ হয়ে যাবে।

আইএসএফে বড় ভাঙন, ভাঙড়ে তৃণমূলে যোগদান শতাধিক কর্মীর

প্রতিবেদন : ফের ভাঙড়ে আইএসএফে বড় ভাঙন। শতাধিক কর্মী আইএসএফ ছেড়ে যোগ দিলেন তৃণমূলে। লোকসভা ভোটের মুখে ফের জোর ধাক্কা খেল আইএসএফ। আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি যখন জোট নিয়ে অনীহা প্রকাশ করেন, ভাঙড়ে আইএসএফের শক্তিক্ষয় রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। শনিবার ভাঙড়ের বোদরা অঞ্চলের খড়গাছি গ্রামে এই যোগদানপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ওই গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মিসভা ছিল। সেখানে এসে আইএসএফ কর্মীরা তৃণমূলে যোগ দেন। তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা তাঁদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন। তৃণমূলে যোগদান করে কর্মীরা বলেন, এলাকার উন্নয়নের স্বার্থেই আমরা আইএসএফ ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যের প্রতিটি এলাকায় উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে। সেই উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে আমরাও শামিল হতে চাই।

তৃণমূল নেতা ও বিধায়ক শওকত মোল্লা বলেন, নওশাদ সিদ্দিকি আইএসএফ কর্মীদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে দলে দলে তৃণমূলে ফিরছেন। ভাঙড়ের মানুষ বরাবরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন, তাঁর সঙ্গেই তৃণমূলের পতাকা নিয়ে আগামী দিনেও লড়াই করবেন।

মুখ লুকাতেই ব্যস্ত বামেরা

প্রতিবেদন : সিপিএম এখন মুখ লুকাবে কোথায়! ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম মুখ নীতীশ কুমার, যাঁকে উদ্বোধক হিসেবে রাখা হয়েছিল নিউটাউনে দলেরই এক কর্মসূচিতে, তিনি ফের বিজেপির হাত ধরেছেন। ইন্ডিয়া জোট ছেড়ে ফের এনডিএ-তে যোগ দিয়েছেন তিনি। এমন 'গিরগিটি' নেতাকে উদ্বোধক নিয়ে সিপিএম টাটকা কর্মসূচি। এরপর কী বলবেন কমরেডরা, কী বলবে পলিটব্যুরো। প্রশ্ন তুলল তৃণমূল। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এক্স বার্তায় লেখেন, সিপিএমের টাটকা কর্মসূচি। উদ্বোধক ছিলেন নীতীশ কুমার। তিনি এসে পৌঁছননি। কিন্তু ক'দিন ধরে বিজ্ঞাপনের প্রচারে যেভাবে মেতেছিল সিপিএম, তারপর কী বলবেন কমরেড? পলিটব্যুরোই বা কী বলছে? নীতীশের এই কর্মকাণ্ডের পরে সিপিএমের এখন মুখ লুকানোর জায়গা নেই। গত ১৭ জানুয়ারি জ্যোতি বসু সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও আলোচনাসভা ছিল নিউটাউনে। সেখানেই উদ্বোধক হিসেবে রাখা হয়েছিল বিহারের রাজনীতিতে বারবার পাল্টি খাওয়া নেতা নীতীশ কুমারকে। তাঁর ভোলবদলে অস্বস্তিতে বাংলার সিপিএম।

■ পোর্টাথনের উদ্যোগে রবিবার ১৪কে/৭কে দৌড়ের আয়োজন করা হল পোর্ট অঞ্চলে। ছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম-সহ অন্যরা। দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন অভিনেত্রী দেবলীনা কুমার, প্রিয়দর্শিনী হাকিম প্রমুখ।

■ ফুল বাগানে বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রাজ্যসভার সংসদ ডাঃ শান্তনু সেন, কাউন্সিলর ইলোরা সাহা, মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়, সুব্রত সাহা-সহ অন্যান্যরা

■ ট্যাংরা ৫৮ নম্বর ওয়ার্ড তফসিলি জাতি ও উপজাতি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল রবিবার। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা, কাউন্সিলর সন্দীপন সাহা।

■ কলকাতা বইমেলার শেষ রবিবার জাগোবাংলা স্টলে বইপ্রেমীদের ভিড়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস পাহাড়ে। আগামী দু'দিনের মধ্যে দার্জিলিংয়ে বৃষ্টি হতে পারে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। দার্জিলিংয়ের উপরিভাগে এবং সিকিমে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া সিকিম এবং দার্জিলিংয়ের উঁচু পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টির পাশাপাশি তুষারপাতেরও সম্ভাবনা রয়েছে

জেলা নেতাদের নিয়ে বৈঠক করলেন অরূপ

স্থানীয় মন্ত্রী-নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। কোচবিহারে, রবিবার।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কোচবিহারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান হবে আজ, সোমবার। রবিবার সন্ধেতেই হাসিমারা হয়ে কোচবিহারে পৌঁছে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কোচবিহারে পৌঁছে গিয়েছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও। মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের আগেই রবিবার জেলার দলীয় কার্যালয়ে নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন অরূপ। সেই বৈঠকে ছিলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, বিধায়ক জগদীশ বসুনিয়া, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান, রাজ্য তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক প্রমুখ। বৈঠকে দলীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্থানীয় নেতা-মন্ত্রীদের কথা শুনলেন অরূপ। সেই সঙ্গে কী কী করণীয় তা নিয়েও আলোচনা করলেন।

গদ্দারের কাঁথিও ক্রমশ বিজেপি-শূন্য হয়ে উঠছে

তৃণমূলে যোগ দিলেন ১৭০

সংবাদদাতা, কাঁথি : লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই তাসের ঘরের মতো ভাঙছে বিজেপি। আর উন্নয়নের স্লোগান দিয়ে শক্ত হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত। গদ্দার অধিকারীর হম্বিতম্বিই সার। রাজ্যের দিকে দিকে বিজেপি ছাড়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছে, এমনকী তাঁর নিজের জেলাতেও। খেজুরি-১ ব্লকে ফের বিজেপিতে ধস নামল। তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন ১৭০ জন। জেলা তৃণমূল পার্টি অফিসে এক সভার মধ্য দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নিলেন যোগদানকারীরা। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তৃণমূলে স্বাগত জানান কারামন্ত্রী অখিল গিরি। বললেন, একুশের বিধানসভা ভোটে বিজেপি খেজুরি জিতলেও, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে খেজুরির রাজনৈতিক রং বদলাতে শুরু করেছে। গত কয়েক মাসে দফায় দফায় খেজুরির পদ্মশিবির ছেড়ে নেতা-কর্মীরা জোড়াফুল শিবিরে যোগ দিয়েছেন। সেই দলবদলের পালা এখনও চলছে। লোকসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে, খেজুরিতে বিজেপির পায়ের তলা থেকে মাটি ততই সরছে। সভায় ছিলেন কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি পীযূষকান্তি পণ্ডা, প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতির্ময় কর, খেজুরির প্রাক্তন বিধায়ক রণজিৎ মণ্ডল, দলের কাঁথি সাংগঠনিক যুব তৃণমূল সভাপতি তথা কাঁথি পুরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরি, প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান, ব্লক তৃণমূল সভাপতি আশিসকুমার দাস প্রমুখ।

রাজবংশী ভাষায় পঠন পাঠনে স্বীকৃতি রাজ্যের

প্রতিবেদন : এবার রাজবংশী ভাষায় স্কুলে পড়ানোর স্বীকৃতি দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। মোট ১৯২টি স্কুলকে রাজবংশী ভাষায় পড়ানোর স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। যার মধ্য ১২০টি স্কুল শুধুমাত্র কোচবিহার জেলায়। উন্নয়নের ডালি সাজিয়ে নিয়ে উত্তর সফরে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ সোমবার তিনি কোচবিহার জেলার রাসমেলা ময়দান থেকে রাজবংশী ভাষায় পড়ানোর স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা করবেন। এই স্কুলগুলিকে রাজবংশী ভাষায় পড়ানোর জন্য প্যারাটিচারদের নিয়োগ করা হবে। পরবর্তী ক্ষেত্রে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে রাজবংশী ভাষায় পড়ানোর স্কুল শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। সোমবার থেকেই পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে ক্লাস। ইতিমধ্যেই তার প্রস্তুতি ও নিতে শুরু করেছেন রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা। প্রায় ১২ থেকে ১৩ হাজার পড়ুয়া এই রাজবংশী ভাষায় পড়ার সুযোগ পাবে। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই সাঁওতালি মাধ্যমে স্কুল চালু করেছে রাজ্য। তার জন্য শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়াও স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। এবার রাজ্যবংশী ভাষায় পড়ানোর স্বীকৃতি মিলতে চলেছে।

চেম্বার অফ কমার্সের রক্তদান

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া রোগী ও আর্ত মানুষের প্রয়োজনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে বিষ্ণুপুর চকবাজার চাঁদনিতে। চেম্বার অফ কমার্সের সেক্রেটারি আশিসকুমার দে বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত এই সংগঠনটি যাতে আরও সংগঠিত ও মজবুত হয়, তার জন্য আমরা এই ক্ষুদ্র প্রয়াস করেছি। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট জেলা অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি ডাক্তার জয়মাল্য ঘর, চেম্বার অফ কমার্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বপন কর, রাজেন্দ্রপ্রসাদ নাটানি। ৪০ জন রক্তদাতা এই রক্তদান শিবিরে রক্তদান করলেন।

হরিণের মাংস উদ্ধার করল বনকর্মীরা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এক ব্যক্তির কাছ থেকে দেড় কেজি হরিণের মাংস উদ্ধার করল বন দফতর। লাটাগুড়ি রেঞ্জের মোবাইল স্কোয়াডের রেঞ্জার প্রদ্যুত দের নেতৃত্বে রবিবার এই অভিযান চালানো হয়। ধৃত ব্যক্তির নাম পরিমল পাল। ময়নাগুড়ি থানা এলাকার বৌলবাড়ি থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বনকর্মীরা। ধৃত ওই ব্যক্তি একটি ব্যাগে করে ওই মাংস নিয়ে যাচ্ছিল, তখনই তাকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে এদিন রামশাই রেঞ্জে রাখা হয়েছে। সোমবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হবে। ধৃতের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণী আইনের নির্দিষ্ট মামলা করা হয়েছে।

চাকরির দাবিতে অপহরণ, ধৃত ৫ যুবক

সংবাদদাতা, সাগরদিঘি : মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত এক বেসরকারি সংস্থার পাঁচ কর্মীকে অপহরণের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে সাগরদিঘি থানার পুলিশ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল। এক বেসরকারি সংস্থায় কাজ পাওয়ার জন্য সাগরদিঘির বেশ কয়েকজন যুবক সম্প্রতি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিতরে গিয়ে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল। তাদের অভিযোগ, ওই কোম্পানি স্থানীয় যুবকদের কাজ না দিয়ে বাইরের কর্মী দিয়ে কাজ করাচ্ছিল। ২৪ তারিখ কয়েকজন যুবক কোম্পানির অফিসে ভাঙচুর চালায়। তাতেও কাজ না হওয়ায় ২৪ জানুয়ারি রাতে সংস্থার কর্মীরা যখন বাসে করে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিতরে যাচ্ছিলেন সেই সময় কয়েকজন মিলে বাসটিকে আটকে সংস্থার পাঁচ শীর্ষ আধিকারিককে অপহরণ করে। দুই আধিকারিককে ব্যাপক মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার আনন্দ রায় বলেন, অপহরণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সবাইকে উদ্ধার করা হয়েছে। অপহরণে যুক্ত থাকার অভিযোগে আসাদুল মল্লিক ও অশোক ঘোষ নামে দুজনকে গ্রেফতার করেছে সাগরদিঘি থানার পুলিশ। বাকিদের খোঁজ চলছে।

জমজমাট বই খাদ্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা বাঁকুড়ার মেজিয়ায়

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : অনুষ্ঠিত হল ত্রয়োদশ 'মেজিয়া বই খাদ্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২৪'-এর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। রবিবার মেজিয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। বই, খাবার এবং সংস্কৃতির অদ্ভুত মেলবন্ধন হয় এই মেলায়। তবে মেলার বড় আকর্ষণ ছিল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। সব মিলিয়ে ৪২টি সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বীরভূম ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনীদের সমাগমে ভরে উঠেছিল আজকের এই অনুষ্ঠান। মেজিয়া বইমেলা কমিটির সুষ্ঠু পরিচালনায় খুব সুন্দরভাবে শেষ হয় অনুষ্ঠান। মেলার কর্ণধার পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ও স্থান গ্রহণকারী প্রত্যেককে মেলা কমিটির পক্ষ থেকে শুভ বার্তা দেন। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক স্বপন বাউড়ি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায়, শালতোড়া ব্লক সভাপতি সন্তোষ মণ্ডল, চিন্তাহরণ তেওয়ারি, সঞ্জয় ভুঁই ও অন্যরা।

আমার বাংলা
29 January, 2024 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সমস্যা সমাধানে

■ চা-শ্রমিকদের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা-সহ একাধিক সমস্যার সমাধানে বৈঠক হল খড়িবাড়িতে। রবিবার এই বৈঠকে পাট্টা, পিএফ ও গ্র্যাচুইটি-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। ছিলেন নির্জল দে, প্রদীপ মিশ্র, বুদ্ধদেব গুহ, লতা চিক বড়াইক প্রমুখ।

শিলিগুড়িতে রাহুল

■ ভারত ন্যায় যাত্রায় আপাতত বাংলার মাটিতে রয়েছেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা রাহুল গান্ধী। এদিন তিনি ছিলেন শিলিগুড়িতে। সেখানে জনসংযোগের মাঝে তিনি বলেন, বিজেপি দেশের সর্বনাশ করছে। এদের সরাতেই হবে। সামনেই লোকসভা নির্বাচন বিজেপিকে হারাতে ইন্ডিয়া জোট বড় ভূমিকা নেবে।

মালদহে চলল গুলি

■ শৌচালয় নির্মাণ ঘিরে বিবাদের জেরে চলল গুলি। রবিবার ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের পশ্চিম বেলশুর গ্রামে। গুলি লেগে জখম হয়েছেন সাইজুল হক (৫২) এবং আব্দুল রহিম (৩২) নামে দু'জন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দু'জনই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে দুই প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থলে রয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী।

বাইক র‍্যালির সমাপ্তি

■ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হল বাইক র‍্যালি। কালিয়াচক- ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে সুবিশাল বাইক র‍্যালি সারা মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের ১১টি অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করে। রবিবার এই বাইক র‍্যালির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

লোকালয়ে ঢুকল হরিণ

■ আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের মেন্দাবাড়ি এলাকা থেকে হরিণ উদ্ধার করল বন দফতর। রবিবার জলদাপাড়া জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি হরিণ মেন্দাবাড়ি এলাকায় ঢুকে পড়ে। হরিণটি বিভিন্ন এলাকায় ছুটে বেড়ায় দিনভর। এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বনকর্মী ও আধিকারিকরা।

ধর্ম নিয়ে রাজনীতি বন্ধ করুক মোদি সরকার, সভায় তোপ দাগলেন চন্দ্রিমা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট : ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা বন্ধ করুক মোদি সরকার। রামমন্দির নিয়ে মোদি সরকার ভোট বৈতরণী পার হতে চাইছে। তৃণমূল সরকার বিভাজনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। রবিবার ডালখোলায় 'সংঘবদ্ধ শপথ' শীর্ষক বিশাল জনসভায় যোগ দিয়ে এভাবেই মোদি সরকারকে একহাত নিলেন তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রী তথা মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার প্রতি বঞ্চনা, ১০০ দিনের কাজের টাকা না দেওয়া সহ একাধিক দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিনের 'সংঘবদ্ধ শপথ'। সভামঞ্চ থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক ইস্যুতে সরব হন মন্ত্রী। এদিন মন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর মাত্র ২ বছরে কন্যাশ্রীর মতো একটি বিশ্বে সমাদৃত একটি প্রকল্প নিয়ে এসেছেন। তাই নারীরা সমাজ সৃষ্টি করে। সভায় ছিলেন রাজ্যের অপর এক মন্ত্রী গোলাম রব্বানী, উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল, তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল, চাকুলিয়ার বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ, মহিলা সংগঠনের জেলা সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ সাহা সহ প্রমুখ। এদিন বিভিন্ন দল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেন একাধিক নেতা-কর্মী সহ সমর্থক। এদিন দক্ষিণ দিনাজপুরেও সভা করেন তিনি।

■ মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। আছেন কানাইয়ালাল আগরওয়াল-সহ নেতৃত্ব।

মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে উত্তরের তিন জেলায় প্রস্তুতি তুঙ্গে

সভাস্থল পরিদর্শন

■ পরিদর্শনে জেলা নেতৃত্বরা।

রায়গঞ্জ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : কোচবিহার, শিলিগুড়ির পর ৩০ জানুয়ারি মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক সভা করবেন রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে। ইতিমধ্যেই জোরকদমে চলছে সভাস্থল তৈরির কাজ। রবিবার সন্ধ্যায় প্রস্তুতির খতিয়ে দেখতে রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে পৌঁছে যান জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল সহ জেলা পরিষদের অন্যান্য সদস্যরা। স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস ও সদস্য সাধন বর্মন।

আজ শিলিগুড়িতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : আজ, সোমবার কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি আসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উন্নয়নের ঘোষণা শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন বাসিন্দারা। শিলিগুড়ির অদূরে রাজগঞ্জ ব্লকের মাঠে সরকারি সভা হবে মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সভাকে ঘিরে চরম ব্যস্ত জেলা প্রশাসন থেকে সরকারি আধিকারিকরা। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার প্রচুর প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন। রবিবার সভাস্থল পরিদর্শনে যান পুরসভার মেয়র গৌতম দেব।

■ শিলিগুড়িতে সভাস্থল পরিদর্শনে মেয়র গৌতম দেব।

খুশির মিছিল

বালুরঘাট

■ মিছিলে তৃণমূল সমর্থকদের সঙ্গে শামিল বাসিন্দারাও।

প্রতিবেদন : বালুরঘাটে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর জন্য অপেক্ষায় বালুরঘাটের বাসিন্দারা। রবিবার হল খুশির মিছিল। রবিবার সন্ধ্যায় বালুরঘাটের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই মিছিল করা হয়। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা প্রীতম রাম মণ্ডল বলেন, আগামী ৩০ জানুয়ারি বালুরঘাটে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তাতেই আমরা খুশি। মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় যাতে সাধারণ মানুষ যোগ দেন, তার প্রচারেই এই মিছিল করেছি।

সাইকেলে চেপে জনসংযোগ করলেন বিডিও

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : সমস্যা সমাধানে সাইকেলে চেপে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমস্যা শুনছেন বিডিও। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু নিজেই সাইকেল চালিয়ে গোটা এলাকা চষে বেড়েচ্ছেন সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে। চলতি মাসেই রাজ্য সরকারের তরফে এই প্রকল্প শুরু হয়েছে। চলবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এই ক'দিন ব্লকের সবক'টি গ্রামেই ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেবে তাঁর দফতর। এমনিতেই এই প্রকল্পের কাজ প্রতিদিনই হচ্ছে প্রত্যেক এলাকায়। প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ক্যাম্প করা হচ্ছে। সেখানে সাধারণ মানুষ তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসছেন। ওই ক্যাম্প থেকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। তবে বেশ কিছু জায়গা চিহ্নিত করে সেই সব এলাকায় যাচ্ছেন ব্লক আধিকারিক। মূলত যে সমস্ত প্রত্যন্ত এলাকায় এখনও সব সরকারি পরিষেবা পৌঁছায়নি সেই এলাকাগুলোতে তিনি এবং তাঁর দফতরের আধিকারিকরা গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁদের সমস্যাগুলি নথিভুক্ত করছেন। সেগুলি দেখে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। ব্লকের মোট আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত, যেমন সাপ্টিবাড়ি ১, দোমহনি ১, ময়নাগুড়ি, এবং চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গিয়ে তিনি এবং তাঁর দফতরের আধিকারিকরা মানুষের সঙ্গে কথা বলে অনেকটাই পরিষেবা দিয়েছেন।

■ গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলছেন বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সেন্ট জন্স অ্যাম্বুল্যান্সের বারাসত শাখার ২৫ পূর্তিতে হল সারা বাংলা ফার্স্ট এইড প্রতিযোগিতা। ৩০০ প্রতিযোগী অংশ নেন। উদ্বোধন করেন সমরকুমার দাস। ছিলেন মণীশ মিশ্র, ডাঃ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, অশনি মুখোপাধ্যায়, সুকোমল সাহা প্রমুখ

আমার বাংলা
29 January, 2024 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

সাতদিন পরে দেহ

■ মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞাতে সাতদিন নিখোঁজ থাকার পর মিলল যুবকের দেহ। ২২ জানুয়ারি ববরপুরের অভিজিৎ সাহা নিখোঁজ হন। এক মহিলার কাছে থেকে তাঁর মোবাইল ও জ্যাকেট মিললেও খোঁজ মেলে না তাঁর। রবিবার সকালে একটি পুকুর থেকে মেলে দেহ। ২৬ বছরের অভিজিৎকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় মৃতের পরিবার।

নদীতে কিশোরী

■ বামনাবাদ পদ্মানদীতে এক কিশোরীর ভাসমান মৃতদেহ উদ্ধার। রবিবার সকালে মুর্শিদাবাদের রানিনগর থানার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বামনাবাদ বিচপাড়া পদ্মানদীতে। স্থানীয়রা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে দেখতে পান এক কিশোরীর দেহ ভাসছে। কিশোরীর নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত

■ কুলি এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল বড়এঞা থানার পুলিশ। তার কাছ থেকে একটি দেশি পাইপগান ও এক রাউন্ড গুলি পাওয়া গিয়েছে। ধৃতের নাম মিনারুল শেখ। কান্দি মহকুমা আদালতে বিচারক সৈকত সরকার ধৃতকে চারদিনের পুলিশি হেফাজত দিয়েছেন। আদালতে পেশ করার সময় মিনারুল ঘটনা অস্বীকার করেন।

অজয় পেরোতে গিয়ে

■ অজয় পেরোতে গিয়ে নিখোঁজ। আউশগ্রাম থানার হালসিডাঙা ঘাটে। নিখোঁজ ব্যক্তির নাম রবি বাদ্যকার (৫০)। ডুবুরি নামিয়ে বিপর্যয় ব্যবস্থাপন দফতর ও একই সঙ্গে স্থানীয়রাও খোঁজাখুঁজি করে ওঁর সাইকেলটি নদী থেকে উদ্ধার হলেও নিখোঁজ ব্যক্তির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

পদের লোভ দেখিয়ে লাগাতার ধর্ষণ অবসাদে আত্মঘাতী বিজেপি নেত্রী

প্রতিবেদন : বিজেপি ধর্ম নীতি মাতামাতি করলেও নীতি-নৈতিকতার যে ধার ধারে না, আবার তা প্রমাণিত হল। পদ পাইয়ে দেওয়ার নামে নেত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক নেতার বিরুদ্ধে। অবসাদে শেষমেশ আত্মঘাতী হলেন ওই নেত্রী। বাঁকুড়ার সোনামুখীর ঘটনা। গুণধর ওই বিজেপি নেতা বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সম্পাদক তরুণ সামন্ত। ঘটনার পর থেকেই ফেরার। লোকসভা নির্বাচনের আগে দলের এক নেতার কুকীর্তি প্রকাশ্যে চলে আসায় নেতৃত্ব অস্বস্তিতে। গত পুর নির্বাচনে মৃতা বিজেপি নেত্রী ওই পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী হন। তখন দলের পর্যবেক্ষক ছিলেন তরুণ। সেই সময়েই ওই মহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা। তাতেই টোপ দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করেন ওই বিজেপি নেতা।

স্ত্রীর ছবি কোলে নিয়ে সুবিচার চাইছেন স্বামী

অভিযোগ, ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ভিডিও করে রাখেন তরুণ। মাঝেমধ্যেই সেই ছবি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করতেন। প্রতিবাদ করলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেন। বিষ্ণুপুরে

বিজেপি নেতার কুকীর্তি

মিটিংয়ের নাম করে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়। মৃতার স্বামীর অভিযোগ, দিনের পর দিন এই অপমান সহ্য করতে না পেরে ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ঘরে আত্মহত্যা করেন ওই নেত্রী। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। রাজ্য বিজেপি নেতারা মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

দলত্যাগীকে ফেরানো নিয়ে তীব্র কোন্দল শুরু বিজেপিতে

সংবাদদাতা, বোলপুর : বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল এখন মজার খোরাক হয়ে উঠেছে। আর তা প্রকাশ্যে আসায় দলের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। বিজেপির রাস্তা-অবরোধ ও বিক্ষোভ মিছিলের মতো দলীয় কর্মসূচি ঘিরে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল তুঙ্গে। বীরভূম জেলাকে সাংগঠনিকভাবে দুইভাগে ভাগ করেছে বিজেপি— বোলপুর ও বীরভূম। বোলপুর সাংগঠনিক জেলার লোক ছিলেন ঘর ওয়াপসি নেতা অতনু চট্টোপাধ্যায়। সেই সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সন্ন্যাসীচরণ মণ্ডল ওরফে অষ্টম মণ্ডল তাঁকে দলে নেননি। তাঁকে এড়িয়ে বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহার হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করেন অতনু। তাতেই ক্ষুব্ধ দলের কর্মীরা। নতুন ও পুরাতন বিজেপির মধ্যে দীর্ঘদিন লড়াই চলছে বিজেপির অন্দরে। পুরনোদের হয়ে সোচ্চার ছিলেন অনুপম হাজরা। তাঁকে কেন্দ্রীয় পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি এখন দলছুট। তবে তাঁর অনুগামীরা জেলায় সক্রিয়। এই কোন্দলে লোকসভা ভোটে বিজেপিকেই ভুগতে হবে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। অতনুর বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। শনিবার সাঁইথিয়ায় বিজেপির এক পথ-অবরোধ ও অবস্থান বিক্ষোভে কর্মসূচিতে অতনু মাইক ধরতেই দলের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সমাজমাধ্যমে বিজেপি কর্মীরা লিখেছেন, চোরকে কেন দলে নিল বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি।

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক

সংবাদদাতা, বর্ধমান : সামনেই লোকসভা ভোট। আর সেই ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসকে জয়ী করতে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান হল। রবিবার, বর্ধমানের পূর্ত ভবনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন সমর্থিত জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দফতর শাখার জেলা সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে ফেডারেশনের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ সাঁই বলেন, সরকারি কর্মচারীদের দাবিদাওয়া আছে, আছে ক্ষোভও। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের সীমাবদ্ধতাকে মাথায় রেখেই দাবি দাওয়ার আবেদন জানাতে হবে। মনে রাখতে হবে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে চোখ রাঙিয়ে কোনও দাবি আদায় করা যাবে না। একইসঙ্গে আসন্ন লোকসভা ভোটে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে, তা সর্বতোভাবে পালন করতে হবে। সম্মেলনে ছিলেন জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দফতর শাখার রাজ্য সভাপতি পুষ্পেন্দু ভট্টাচার্য, আহ্বায়ক গদাধর মণ্ডল প্রমুখ।

চলছে রাজ্য সরকারি কর্মী জেলা সম্মেলন।

কাঁথা স্টিচের কাজ করে পদ্মশ্রী বোলপুরের তকদিরা

সংবাদদাতা, বোলপুর : কাঁথা স্টিচের কাজের স্বীকৃতি আদায় করে পদ্মশ্রী পেলেন বোলপুরের জাম্বুনির তকদিরা বেগম। সুখবর পেয়েই ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি এবং বস্ত্র মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বাড়ি গিয়ে তাঁকে সংবর্ধনাও জানিয়ে এলেন। বস্ত্র মন্ত্রক থেকে দিনকয়েক আগে তাঁকে ফোনে জানানো হয় সুসংবাদটি। খবরটা শুনে প্রথমে চমকে যান তিনি। তার পরেই তিরিশ বছরের কাজের স্বীকৃতি পেয়ে চোখের কোণ দুটি ভিজে যায়। তিরিশ বছর ধরে নিজেকে কাজের মাধ্যমে একটু একটু করে গড়ে তুলেছেন বোলপুরের জাম্বুনির মাদ্রাসাপাড়ার সংখ্যাজলঘু পরিবারের তকদিরা। এই কাঁথা স্টিচের কাজ করে বিয়ে দিয়েছেন তিন মেয়ের। বাবার আদিবাড়ি শ্রীকৃষ্ণপুর। পরে জয়কৃষ্ণপুরে বাবা থাকতে শুরু করেন। ভেদিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েন। পঞ্চম শ্রেণিতে সেলাইয়ের ক্লাসে সেলাই ফোঁড়ের কাজ তাঁকে আকর্ষণ করে। তারপর মায়ের কাঁথা স্টিচের কাজ তাঁকে প্রথাগত শিক্ষার বাইরে সূচিশিল্পই মুগ্ধ করে। তকদিরার হাত দিয়ে অনেক তরুণী সাবলম্বী হয়েছে। তাই অনেকের কাছে তিনি পথিকৃৎ। পুরাতন কাঁথা স্টিচ থেকে বেরিয়ে আধুনিক ডিজাইনের কলকা ফুটিয়ে তোলেন অবলীলায়। রাজ্যে ও জাতীয়স্তরে অনেক সম্মাননা পেয়েছেন। তকদিরা জানান, ৯৫ সালে ন্যা শনাল মেরিট অ্যা ওয়ার্ড, ৯৬-এ ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এবং ২০০৯ সালে শিল্পগুরু পুরস্কার পান। বলেন, সংখ্যাবলঘু সংরক্ষণশীল পরিবারেও এখন মেয়েরা ঘরে বসে থাকে না। তাঁর মতো অনেক মেয়েই সাবলম্বী। ধর্মপ্রাণ তকদিরা তিনবার হজে গিয়েছেন।

তাকদিরাকে সংবর্ধনা জানাতে তাঁর বাঁড়িতে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা-সহ বিশিষ্টরা।

১০
২৯ জানুয়ারি ২০২৪
সোমবার

আমার বাংলা

29 January, 2024 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ব্লকের গ্রামে রাস্তাশ্রী-পথশ্রীতে বরাদ্দ প্রায় ৬ কোটি টাকা

২৫ কাঁচা রাস্তাকে করা হবে পাকা

সংবাদদাতা, কোতুলপুর : মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নকে পাথেয় করে এগিয়ে চলেছে গোটা বাংলা। বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকে সারা বছর বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের পাশাপাশি এবার ৬ কোটি টাকায় রাস্তাশ্রী-পথশ্রী প্রকল্পে গড়ে উঠছে ২৫টি রাস্তা। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি রাস্তাশ্রী প্রকল্পে ২৫টি কাঁচা রাস্তাকে পাকা করার উদ্যোগ নিয়েছে। আগে কাঁচা রাস্তাকে মোরাম দিয়ে ঠিক করা হত। এখন কাঁচা রাস্তাগুলিকে সরাসরি ঢালাই অথবা পিচ দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। কোতুলপুরের বিডিও দেবরাজ ঘোষ বলেন, নতুন যে ২৫টি কাঁচা রাস্তা এবার পাকা করা হবে তার টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। খুব তাড়াতাড়ি পাকা রাস্তার কাজ শুরু হবে। পঞ্চায়েত সমিতির অধীন সিহর, কোতুলপুর, লাভ গ্রাম, কোয়ালপাড়া, মদনমোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সব কাঁচা রাস্তা ঢালাই হওয়ার ফলে বহু মানুষ

কাঁচা রাস্তা পাকা হয়েছে গ্রামে।

উপকৃত হবেন। যদিও কোতুলপুর ব্লকের বেশিরভাগ রাস্তা ইতিমধ্যে পাকা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ১০০ দিনের প্রকল্পে যেসব রাস্তায় মোরাম দেওয়া হত কেন্দ্র টাকা আটকে রাখায় সেগুলির কাজ থমকে আছে। ফলে অনেক রাস্তাই চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় রাস্তাশ্রী প্রকল্পে ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ কাঁচা রাস্তাকে দ্রুত পাকা করার উদ্যোগ নেওয়ায় এলাকার মানুষ খুশি। পঞ্চায়েত সমিতির তরফে এই কাজগুলি করা হবে। এর জন্য মোট খরচ হবে ৫ কোটি ৯৪ লক্ষ ২৫ হাজার ৭৩৯ টাকা। কোতুলপুর তৃণমূল ব্লক সভাপতি তরুণকুমার নন্দীগ্রামি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যতই বাংলার প্রকল্পগুলিকে আটকে দিক, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের স্বার্থে উন্নয়ন চালিয়ে যাচ্ছেন। আগামী দিনেও উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাবেন। দেশরা কোয়ালপাড়ার জন্য ১৩ লক্ষ ৫৯ হাজার, লাউ গ্রামের জন্য ২ কোটি ১৮ লক্ষ ১৭ হাজার ২৩০ টাকা, মদনমোহন পুর পঞ্চায়েতের জন্য ৫৬ লক্ষ ১৮ হাজার ৭৮৪ টাকা সিওর গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য ১ কোটি ৯২ লক্ষ ১৪ হাজার ৩৪৩ টাকা, কোতুলপুরের জন্য ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪৮৫ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

কয়েক লক্ষ টাকার সরকারি গাছ হাপিশ

বিজেপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : দিনদুপুরে সরকারি জায়গা থেকে কয়েক লক্ষ টাকার পুরনো আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস ও বাবলা গাছ কেটে হাপিস করায় নন্দীগ্রামের বিজেপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন বনাধিকারিক। নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের বিজেপি পরিচালিত ভেকুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভীমকাঁটা গ্রামের এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য পড়ে যায়। বিট অফিসার তদন্ত করে চিঠি দেওয়ার পরই বাজকুলের রেঞ্জ অফিসার পূষণ দত্ত নন্দীগ্রাম থানায় এফআইআর করেন। পূর্ব মেদিনীপুরের ডিএফও সত্যজিৎ রায় বলেন, 'বেআইনিভাবে ১৭টি দামি গাছ কাটা হয়েছে পূর্ত দফতরের জায়গা থেকে। আমাদের তরফে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।' ২১ জানুয়ারি গ্রামের রাস্তার দু'ধারে থাকা গাছ কেটে গাড়িতে চাপিয়ে হাপিশ করে দেন বিজেপির কিসান মোর্চার জেলা কমিটির সদস্য স্বপন মণ্ডল সহ ১০-১২ জন বিজেপি কর্মী। গ্রামের বাসিন্দা শেখ মোস্তাফা বন দফতরে লিখিত অভিযোগ করলে ২২ তারিখ তাদের একটি টিম ভীমকাঁটা গ্রামে যায়। ঘটনায় দলের লোকজন জড়িয়ে থাকা প্রকাশ্যে এলে বিজেপি পরিচালিত ভেকুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এবং নন্দীগ্রাম ১ পঞ্চায়েত সমিতি মুখে কুলুপ এঁটেছে।

নন্দীগ্রাম

নন্দীগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের।

সমাধানে বিডিও

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : সাঁকরাইল ব্লকে শুরু হয়েছে 'সমস্যা সমাধানে জনসংযোগ' কর্মসূচি। শনিবার ব্লকের ধানঘোরি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিধাকরা-সহ একাধিক গ্রামে ব্লকের বিডিও রোহন ঘোষ ও কয়েকজন আধিকারিক মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমস্যার কথা শোনেন। পাশাপাশি রাজ্যের একাধিক প্রকল্পের জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ করেন।

বিধায়কের গাড়িতে হামলা

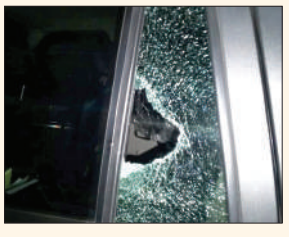

প্রতিবেদন : বিরোধী আশ্রিত দুষ্কৃতিরা হামলা চালল তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে। রবিবার রাতে মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শন করে ফিরছিলেন জলপাইগুড়ির বিধায়ক খগেশ্বর রায়। রাতের অন্ধকারে তখনই তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয় পাথর। পাথরের টুকরো ছিটকে লাগে বিধায়কের দেহরক্ষী শুভেন্দু সরকারের মাথায়। আহত হন বিধায়কের আপ্তসহায়ক প্রজেনজিৎ দে। বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের অভিযোগ, বিজেপি এবং কংগ্রেস মিলে গাড়িতে হামলা চালিয়েছে। আমরা অল্পের জন্য রক্ষা মিলেছে। আরও বড় ঘটনা ঘটতে পারত। এই হামলার সঙ্গে কারা জড়িত খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

৯ কোটিতে মজা খাল হবে সংস্কার

সংবাদদাতা, সবং : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্যতম ধানচাষ-প্রবণ এলাকা পিংলা ও সবং। এই এলাকায় ৪০ বছর ধরে একটি মজা খাল রয়েছে। তাই বর্ষার সময় বাদ দিয়ে বাকি সময় চাষিদের প্রচুর টাকায় জল কিনে চাষ করতে হত। এবার তাঁদের সুদিন ফিরবে বলে জানালেন মন্ত্রী ডাঃ মানস ভুঁইয়া। পিংলার জামনা থেকে সবংয়ের বাড়জীবন প্রায় ১০ কিলোমিটার মজে যাওয়া ক্যানেলটির সংস্কার করে নতুনভাবে তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্যের জলসম্পদ উন্নয়ন দফতর। সবং কলেজের অডিটোরিয়াম হলে এলাকার জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকদের নিয়ে এই বিষয়ে বৈঠক করেন মন্ত্রী। যেখানে জেলার বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকেরাও ছিলেন। মন্ত্রী জানান, ৪০ বছর ধরে মজে থাকা ১০

মজা এই খালটির সংস্কারে উদ্যোগী হলেন মন্ত্রী।

কিমির ক্যানেলটি ৯ কোটি টাকা খরচে নতুন করে ভি আকৃতিতে গড়ে তোলা হবে। টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু হবে। ফলে কংসাবতীর জল সরাসরি পাবেন এই দুই ব্লকের হাজার হাজার চাষি। এই খবরে রীতিমতো খুশি এলাকার কৃষক মহল।

খুদে পড়ুয়াদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : খাতড়া পশ্চিম চক্রের ব্যবস্থাপনায় মহকুমা স্তরের ৩৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হল শনিবার হিড়বাঁধের ফুটবল মাঠে। মশাল দৌড়ের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন খাতড়ার মহকুমা শাসক নেহা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহকুমার প্রাথমিক, নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষাকেন্দ্র, মাদ্রাসা ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি, বিধায়ক মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সহেলী চক্রবর্তী, ওসি বর্ণালি সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি-সহ শিক্ষা দফতরের আধিকারিকেরা, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকেরা। ৩৪টি বিভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে হবে জেলা স্তরের প্রতিযোগিতা।

মঞ্চে মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি-সহ বিধায়ক ও বিশিষ্টরা।

জঙ্গলমহলে হাতিদের গতিবিধি জানতে নাইট ভিশন ক্যামেরা

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : জঙ্গলমহল এলাকায় প্রায় রোজ চলছে দলমার দাঁতালদের হানা। জঙ্গল সংলগ্ন লোকালয়ে খাবারের খোঁজে ঢুকে পড়ে গৃহস্থবাড়ির ভাঁড়ার ও খেতের ফসল নষ্ট করছে। ভাঙছে ঘরবাড়ি, মারছে মানুষ। তাই হাতির দলকে সামলাতে তাদের লাইভ টাইম গতিবিধির উপর নজরে রাখতে হাতি করিডরের জঙ্গলের গাছগুলিতে বসানো হয়েছে ৩০টি নাইট ভিশন বিশেষ ক্যামেরা। সম্প্রতি ঝাড়গ্রাম ডিভিশনের যেসব রেঞ্জের জঙ্গলগুলিতে সারা বছর হাতির যাতায়াত লেগে থাকে তেমন কিছু জায়গা চিহ্নিত করে গাছে গাছে এই ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। এল ফলে ক্যামেরায় হাতির সরাসরি গতিবিধি পাওয়া যাচ্ছে। এতে বন দফতরের পক্ষে হাতির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ বা

ধৃত ক্যামেরা চোর।

ড্রাইভ করার ক্ষেত্রে সুবিধা হচ্ছে। ক্যামেরা বসেছে ঝাড়গ্রাম ডিভিশনের মানিকপাড়া, লোধাশুলি, ঝাড়গ্রাম ও গিধনি রেঞ্জে। রাতে বা দিনে যখনই হাতি পারাপার করবে তাদের লাইভ দৃশ্য একটি বিশেষ অ্যাপের মাধ্যমে চলে আসবে বন দফতরের কাছে। সেইরকম একটি ক্যামেরা চুরি করতে গিয়ে ক্যামেরাতেই ধরা পড়ে চোরের ছবি। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বন দফতর ও পুলিশ একযোগে গ্রেফতার করে অভিযুক্তকে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ক্যামেরাটিও। শনিবার ঝাড়গ্রাম রেঞ্জের বৃন্দাবন গ্রামের ঘটনা। খবর পেয়ে ছয় ঘন্টার মধ্যে পুলিশ মহুলবনি গ্রাম থেকে জিসান হাঁসদাকে গ্রেফতার এবং ক্যামেরাটি উদ্ধার করে। এ বিষয়ে ঝাড়গ্রামের ডিএফও পঙ্কজ সূর্যবংশী বলেন, হাতির দলকে সারাসরি ট্র্যাক করার জন্য বেশ কিছু ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। সেই ক্যামেরা চুরির ঘটনায় একজন গ্রেফতার হয়েছে এবং ক্যামেরাটি উদ্ধার করা গিয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পর্যটকদের টানছে বরফাবৃত গুলমার্গ।

দিল্লি দরবার

29 January, 2024 • Monday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

মরে গেলেও আর যাব না বিজেপিতে, বলেও আবার পাল্টি!

প্রতিবেদন : নিজের কথা নিজেই রাখতে পারলেন না! রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতার কানাকড়িও আর অবশিষ্ট নেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের। বিজেপির ট্র্যাপিজের খেলায় পুতুল তিনি। এই নিয়ে নবমবার নানা জোটের শরিক হয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন, মাত্র দুবছরেই আলাদা আলাদা জোটে দু'বার শপথ। রবিবার প্রথমে মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পদত্যাগ করে বিকেলে এনডিএর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়ে ভারতীয় রাজনীতির আয়ারাম-গয়ারাম সংস্কৃতির নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করলেন 'নীতিহীন' নীতীশ কুমার। আর ইন্ডিয়া জোটের ক্ষতি করতে নীতীশকে কার্যত পুতুল হিসাবে ব্যবহার করল নরেন্দ্র মোদির দল। মুখে নৈতিকতার বুলি কপচানো ভারতীয় জনতা পার্টির রাজনৈতিক দৈন্য বেআব্রু হয়ে গেল নীতীশ-বরণে।

কংগ্রেস এবং আরজেডি-র সঙ্গে মহাগঠবন্ধন করে ভোটে লড়েও নীতীশ বিহারে সরকার গড়েছিলেন বিজেপির সহায়তায়। তার পর ২০২২ সালে বিজেপিকে ছেড়ে মহাগঠবন্ধনে ফের ফিরে আসেন তিনি। সে সময় ভবিষ্যতে বিজেপি-র হাত ধরার সম্ভাবনা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নীতীশ বলেছিলেন, "মেরা জান কবুল হ্যায়, লেকিন উনকে সাথ জানা হাম কভি কবুল নেহি হ্যায়।" শিবির বদল কোন পর্যায়ে যেতে পারে তা জেডিইউ প্রধানকে দেখে গত কয়েক বছরে বুঝে গিয়েছে বিহারের জনতা। ২০২২ সালে এনডিএ ছেড়ে কংগ্রেস এবং আরজেডি-র সঙ্গে জোট করেন তিনি। এরপর জাতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধী জোট গড়তেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এমনকী ইন্ডিয়া জোটের প্রথম বৈঠক হয়েছিল পাটনাতেই। আয়োজক ছিলেন নীতীশ-লালু। অথচ লোকসভা ভোটের মুখে নীতিহীন নীতীশ কংগ্রেসের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে ফের বিজেপির হাত ধরলেন! কিন্তু শেষবার যখন এনডিএ ছেড়েছিলেন তখন জীবনে আর কোনওদিন বিজেপির হাত ধরবেন না বলে জানিয়েছিলেন সাংবাদিকদের। রবিবার এনডিএ শিবিরে ফেরার পর নীতীশের সেই সব পুরনো ভিডিয়ো ফের ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে। তা পোস্ট করে নীতীশের সমালোচনায় সরব সব মহল।

খারাপ ধরনের কোলেস্টেরল কাবু করতে নয়া ওষুধ

প্রতিবেদন : বয়স ৪০ হোক কিংবা ৮০, কোলেস্টেরলের সমস্যায় ভুগছেন বেশিরভাগ ভারতীয়ই। শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি হলে তা হৃদরোগের ঝুঁকি কয়েকশো গুণ বাড়িয়ে দেয় বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন বিশেষজ্ঞরা। তাই ব্যাড কোলেস্টেরল বা এলডিএল শরীর থেকে যত দ্রুত বিদায় নেয় ততই স্বাস্থ্যের জন্য মঙ্গল। সেই ব্যবস্থা পাকা করতে ভারতীয় ফার্মা কোম্পানি নোভার্টিস এক নতুন ওষুধ আনছে বাজারে। তাদের দাবি, ওষুধের মাত্র দুই ডোজেই ভ্যানিশ হবে এলডিএল। তবে এই ওষুধের দাম শুনলে চোখ কপালে উঠতে বাধ্য। নোভার্টিসের বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, খারাপ কোলেস্টেরল শরীরে বাড়তে থাকলে পরবর্তীকালে তা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। সেই অবস্থা এড়াতে উপযুক্ত ওষুধ তৈরির গবেষণা দীর্ঘদিন ধরে চলছিল। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) এবং মাদ্রাজ রিসার্চ ফাউন্ডেশন যৌথভাবে সেই প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। অবশেষে মিলেছে সাফল্য। দ্য ল্যানসেট মেডিক্যাল জার্নালে এই ওষুধের বিষয়ে লেখা হয়েছে। এই ওষুধের নাম ইনক্লিসিরান। এলডিএল কমিয়ে এইচডিএলের মাত্রা বাড়ালেই শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে এই মেডিসিন কার্যকর। মাত্র দুটি ডোজেই এলডিএল-সি, ট্রাইগ্লিসারাইড, এইচডিএল-সি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে বলে দাবি গবেষকদের। তবে এর একটি ডোজেরই দাম এক লাখ টাকার বেশি। প্রথম ডোজ নেওয়ার ৩ থেকে ৬ মাস পরে দ্বিতীয় ডোজ নিতে হয়। তাই এই ওষুধ বাজারে আসার পর নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের পক্ষে কতটা সুবিধাজনক হবে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

দাম সাধারণের নাগালের বাইরে

জঞ্জাল ডাস্টবিনে গিয়েছে: নীতীশকে খোঁচা লালুকন্যার

প্রতিবেদন : ইন্ডিয়া জোটের বিরুদ্ধে অসন্তোষকে ছুতো করে ফের বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে এনডিএতে ফিরেছেন নীতীশ কুমার। রবিবার সকালে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বিকেলেই ফের বিজেপি জোটের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন। নীতীশের মুখ্যমন্ত্রিত্বের লোভ ও অসংখ্যবার জোট বদলের রেকর্ড নিয়ে সরগরম বিহার তথা জাতীয় রাজনীতি। বিজেপির ফাঁদে পা দিয়ে বিশ্বাসভঙ্গের রেকর্ড গড়া নীতীশের রাজনৈতিক ভবিষ্যত কী হবে তা নিয়ে যেমন চর্চা চলছে তেমনি জামাবদলের মতো জোটবদল করার পর তাঁর বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন 'মহাগঠবন্ধন'-এর নেতারাও। বিরোধী জোটের প্রধান শরিক রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) প্রধান লালুপ্রসাদ যাদবের কন্যা রোহিণী আচার্য তীব্র শ্লেষে বিঁধেছেন নীতীশকে। সিঙ্গাপুরবাসী রোহিণী তাঁর পোস্টে লিখেছেন, 'জঞ্জাল ডাস্টবিনে ফিরে গিয়েছে।'

মাত্র ১৮ মাস আগে এনডিএর হাত ছেড়ে 'মহাগঠবন্ধন'-এ যোগ দিয়েছিলেন নীতীশ কুমার। অষ্টমবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। তখন এ কথাও বলেছিলেন, মরে গেলেও আর এনডিএতে ফিরবেন না। নিজের কথাকেই ভুল প্রমাণ করে নীতিহীন নীতীশ কুমার বিশ্বাসভঙ্গের নয়া রেকর্ড করলেন। আর তাই একদা শরিক দলের নেতার কন্যার চাঁচাছোলা তিরও তাঁকে হজম করতে হচ্ছে। রবিবার জোটবদল করে নীতীশ এনডিএ-র হাত ধরতেই তাঁর নাম উল্লেখ না করে এক্স হ্যান্ডেলে লালুকন্যা রোহিণী লেখেন, আবর্জনা আবার ডাস্টবিনে গিয়েছে। আবর্জনা-গোষ্ঠীকে এই দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনা ফেরানোর জন্য অভিনন্দন। রোহিণীর আরও খোঁচা, যাঁদের নীতি ভেসে গিয়েছে, তারাই সমাজবাদের রক্ষক হওয়ার দাবি করে। বিতর্ক তৈরি হওয়ার পর তিনি অবশ্য সেই পোস্ট মুছে দেন। কিন্তু রোহিণীর সেই পোস্টের স্ক্রিনশট ততক্ষণে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। সকলেই যা বোঝার বুঝে গিয়েছেন।

জ্ঞানবাপী হস্তান্তরের দাবি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

প্রতিবেদন : জ্ঞানবাপী মসজিদের 'বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা'র রিপোর্ট ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের (আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া) রিপোর্ট অনুযায়ী, বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদের ভিতর হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। আর এই রিপোর্টকে সামনে রেখেই এবার মুসলিমপক্ষের কাছে জ্ঞানবাপী হস্তান্তরের দাবি জানাল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এবিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দাবি, এএসআই যেসব প্রমাণ খুঁজে পেয়েছে, তাতে এটা স্পষ্ট যে এটি আসলে হিন্দু মন্দির। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাই এখানে আরাধনা করতেন। ভিএইচপির কার্যকরী সভাপতি অলোক কুমারের দাবি, ১৯৯১ সালের ধর্মীয় উপাসনাস্থল রক্ষা আইন অনুযায়ী এই স্থানকে এখন হিন্দু মন্দির বলে ঘোষণা করা উচিত। এমনকী ইন্তেজামিয়া কমিটিকে ভিএইচপির তরফে আরও বলা হয়েছে, 'সত্যি'টা মেনে নিয়ে তারা যেন সম্মানের সঙ্গে জ্ঞানবাপীর দায়িত্ব কাশী বিশ্বনাথ কর্তৃপক্ষকে দিয়ে দেয়। পরিবর্তে অন্য স্থানে মসজিদ বানানোর পরিকল্পনা করে। ভিএইচপির আরও দাবি, শান্তিপূর্ণভাবে জ্ঞানবাপী হিন্দুদের হস্তান্তর করলে তা ভারতের সম্প্রীতির ক্ষেত্রে নজির হয়ে থাকবে। সেখানে শিবলিঙ্গ পুজোর অনুমতিও চাওয়া হয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এই বক্তব্য লোকসভা ভোটের আগে গেরুয়া শিবিরের পক্ষে মেরুকরণের হাওয়া তৈরির চেষ্টা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিরোধী জোটকে ভয় পেয়েই নীতীশের শর্তে রাজি বিজেপি

প্রতিবেদন : একদিকে নীতীশ কুমার, যিনি একসময় বলেছিলেন মরে গেলেও আর বিজেপিতে ফিরবেন না। অন্যদিকে বিজেপি, যে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব বলেছিলেন নীতীশের জন্য বন্ধ দরজা। দুপক্ষই নিজেদের অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে হাত মিলিয়েছে। নিজেদের বলা কথার খেলাপ করেছে দুপক্ষই। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, বিহার বিজেপির আপত্তি অগ্রাহ্য করেই নীতীশকে মুখ্যমন্ত্রী পদে রেখেই এনডিএতে তাঁকে ফেরালেন মোদি-শাহরা। আর এই ঘটনাক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে শুধু রামের ভরসায় লোকসভার বৈতরণী পেরোনো যাবে না বুঝেই হিন্দি বলয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী শক্তিকে দুর্বল করার খেলায় নেমেছে গেরুয়া শিবির। বিজেপি চায় না, বিরোধী ইন্ডিয়া জোট জাতীয় ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ থাকুক। কারণ তাহলে বিজেপির বিপদ। আর তাই শরিকদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস বাড়ানোর কৌশল নিচ্ছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, দল ভাঙানো, সরকার বদল; কোনও চেষ্টাই বাদ রাখছে না মোদির দল। আর এইসব পদক্ষেপেই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিজেপির আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি রয়েছে। তাই একসময়ের শত্রুর শর্তে রাজি হয়েও তাঁকে বরণ করে নিতে হচ্ছে।

লোকসভা ভোটের অঙ্ক

ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন নীতীশ। ইতিমধ্যেই বাংলায় তৃণমূল ও দিল্লি-পাঞ্জাবে আপ-এর সঙ্গে সমন্বয় তৈরিতে কংগ্রেসের আন্তরিকতার অভাব স্পষ্ট। এই পরিস্থিতিতে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ইন্ডিয়া জোট ছাড়ায় বিরোধী জোটকে মানসিকভাবে ধাক্কা দেওয়া যাবে বুঝেই লোকসভা ভোটের আগে তাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন মোদিরা। তাঁদের কৌশল, সংখ্যাতত্ত্বের পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও বিরোধীদের ধাক্কা দেওয়া। এর পাশাপাশি বিরোধী দলগুলির নেতাদের উপর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভয় দেখিয়ে মানসিক চাপ তৈরির প্রক্রিয়াও জারি রাখতে চায় বিজেপি সরকার। সব মিলিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার ও রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার কুৎসিত নজির রাখছেন বিজেপির শীর্ষ নেতারা।

জাতীয় সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ কেন্দ্র

প্রতিবেদন : চলতি অর্থবর্ষে জাতীয় সড়ক নির্মাণে বরাত দেওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হতে চলেছে মোদি সরকার। কেন্দ্রের তরফে চলতি অর্থবর্ষে ১৪ হাজার কিলোমিটার জাতীয় সড়ক নির্মাণের বরাত দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। যদিও সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হওয়া সম্ভব নয় বলে দাবি সড়ক পরিবহন ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রকের। ভারতমালা প্রকল্পের সময়সীমাও বাড়িয়ে ২০২৭-২৮ পর্যন্ত করা হয়েছে। সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ভারতমালা প্রকল্পের আওতায় ২৭,৩৮৪ কিলোমিটার জাতীয় সড়কের বরাত দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ১৫,০৪৫ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ হয়েছে। তবে এখনও ৮,০০০ কিলোমিটার সড়কের বরাত দেওয়া বাকি রয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬,২১৭ কিলোমিটার অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৪৫ শতাংশ সড়ক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। সড়ক মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে রাস্তা নির্মাণের জন্য বরাত দেওয়া হয়েছিল ৫,৩৮২ কিলোমিটার। সেখানে এই বছরে নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে বরাত দেওয়া হয়েছে মাত্র ২,৮১৫ কিলোমিটার। অর্থাৎ বরাত দেওয়ার পরিমাণও কমেছে।

দেশ বিদেশ

29 January, 2024 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাতে ভজন চলাকালীন দিল্লির কালকাজি মন্দিরের মঞ্চ ভেঙে বড়সড় দুর্ঘটনা। মৃত্যু হল এক মহিলার। আহত কমপক্ষে ১৭ জন। তাঁদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে

কেরলে মুখ্যমন্ত্রী-রাজ্যপাল সংঘাত

আরিফকে 'আইনের পাঠ' শোনালেন বিজয়ন

প্রতিবেদন : "কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নন"! রাজ্যপালের বিরুদ্ধে পাল্টা তোপ দাগলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। বামশাসিত কেরলে রাজ্যপালের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক বিগত কয়েক বছর ধরেই তলানিতে ঠেকেছে। একের পর এক বিতর্কিত পদক্ষেপের জেরে দুই প্রধানের চরম সংঘাত চলছে। প্রতিদিনই কোনও না কোনও বিষয়কে কেন্দ্র করে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছেন। এই সংঘাত কেরলের রাজনীতিতে নতুন নয়। তবে মোদি জমানায় তা কুৎসিত আকার নিয়েছে। বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিতে বিজেপির এজেন্ট হয়ে কাজ করছেন রাজ্যপালরা। নির্বাচিত সরকারকে নানা ইস্যুতে অপদস্থ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বাংলাতেও রাজ্যপালের এই ভূমিকা দেখা যাচ্ছে। গত শনিবার কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদের বিরুদ্ধে 'গো ব্যাক' স্লোগান, 'কালো পতাকা' দেখানোর ঘটনা সংঘাতের মাত্রা আরও কয়েক গুণ বাড়িয়েছে। এবার রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে রাজ্যপালের ক্ষোভের পাল্টা জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ন।

শনিবার কেরলের কোল্লাম জেলায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ। তাঁর কনভয় নীলমেন এলাকায় পৌঁছতেই বিক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। আর তাতেই প্রচণ্ড রেগে যান আরিফ। গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার পাশে ধরনায় বসে পড়েন। অবিলম্বে বিক্ষোভকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে ঘটনার জন্য পুলিশ এবং প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন রাজ্যপাল। এবার সেই অভিযোগের বিরুদ্ধে পাল্টা সরব হয়েছেন কেরলের বাম মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। তিনি পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, এবার থেকে সিআরপিএফ কি সরাসরি কেরল শাসন করবে? নাকি রাজ্যপাল যেভাবে চাইবেন সিআরপিএফ সেই পথে কাজ করবে? এখানেই থেমে থাকেননি মুখ্যমন্ত্রী। আরও প্রশ্ন তোলেন, ক্ষমতায় যাঁরা থাকবেন, তাঁদের মানুষের এমন বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। তবে এ ধরনের বিক্ষোভে প্রতিক্রিয়া জানাতে কিছু 'পদ্ধতি' অবলম্বন করতে হয়। রাজ্যপালের রাস্তায় নেমে পড়ার আচরণের নিন্দা করে বিজয়ন বলেন, বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কী ব্যবস্থা নিচ্ছে তা দেখার জন্য গাড়ি থেকে কাউকে নেমে আসতে দেখেছেন কি?

'আত্মীয়তায় সীমাবদ্ধ', ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জামাই সম্পর্কে মন্তব্য মূর্তির

প্রতিবেদন : 'আন্তরিক ব্যক্তিগত আত্মীয়তায় সীমাবদ্ধ'। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে এমনটাই জানালেন শ্বশুরমশাই ইনফোসিস প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ মূর্তি। জামাইয়ের কথা প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, ব্রিটেনের রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে মাথা গলানোর প্রশ্নই নেই। ব্যক্তিগত কথাবার্তায় এসব বিষয় আসেও না। তাঁর কাজের জগতের খুঁটিনাটি থেকে দূরে থাকার কথা স্পষ্টভাবে জানালেন বর্ষীয়ান বিলিয়নিয়ার। পাশাপাশি তিনি নিজেও রাজনীতি থেকে দূরেই থাকতে চান তাও স্বীকার করলেন নারায়ণ মূর্তি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী জামাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে খোলামেলা জানান প্রবীণ শিল্পপতি।

২০০৯ সালে ইনফোসিস প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ মূর্তি তনয়া অক্ষতা মূর্তির সঙ্গে বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হন ঋষি সুনক। ২০২২ সালে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ইনফোসিস কর্ণধারের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কের বিষয়টি প্রচারের আলোয় আসে। সম্প্রতি ব্রিটেনের বিরোধী দলের সমালোচনার মুখে বিভিন্ন কারণে পড়তে হয়েছে ঋষি সুনককে। সেই সমালোচনার শিকার হয়েছেন স্ত্রী অক্ষতাও। বিরোধীরা ঋষি ও অক্ষতার যৌথ বাণিজ্যিক সংস্থাকে ইনফোসিস মদতপুষ্ট বলে দাবি করেছে।

তবে ইনফোসিস কর্তার দাবি, তাঁদের মধ্যে নিবিড়, আন্তরিক, ভালবাসার ব্যক্তিগত সম্পর্ক। আর সম্পর্কটা সেই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। তার অতিরিক্ত বিষয়ে দু'পক্ষই দূরত্ব বজায় রাখেন। মূর্তি জানান, তাঁদের আলোচনায় রাজনীতি আসে না। দু'পক্ষই রাজনৈতিক বিষয়ে বক্তব্য পেশ থেকে সবসময় বিরত থাকেন। স্বামীর মতো একই মত পোষণ করেন স্ত্রী সুধা মূর্তিও। তবে সমালোচনার মুখে কন্যা অক্ষতাকে শক্ত থাকার শিক্ষাও তিনি দেন। জানান, তিনি মেয়েকে শিখিয়েছেন কঠিন সময়ে নীতি ও আইন বজায় রেখে নিজের কর্ম করে যেতে।

মাঝসমুদ্রে ব্রিটিশ জাহাজে আগুন, ২২ ভারতীয়র প্রাণ বাঁচাল নৌসেনা

প্রতিবেদন : শনিবার রাতে এডেন উপসাগরে তেলভর্তি ব্রিটিশ জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছিল ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুথি। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা সেই জাহাজে ছিলেন ২২ জন ভারতীয় এবং একজন বাংলাদেশি। 'ডিস্ট্রেস কল' পাওয়ার পরই ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসকারী আইএনএস বিশাখাপত্তনম-কে নিয়ে অভিযানে নেমেছিল ভারতীয় নৌসেনা। পরে সেনার তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, টানা ৬ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

হামাস- ইজরায়েল যুদ্ধের আবহে লোহিত সাগরে সম্প্রতি বেড়েছে হুথি হামলা। ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে অনেকে জলদস্যুও বলে থাকেন। বিগত কয়েক সপ্তাহে ভারত, আমেরিকা সহ একাধিক দেশের জাহাজে হামলা চালিয়েছে

হুথিরা। এবার এডেন উপসাগরেও চলল হামলা। তবে হুথিরাই এই মিসাইল হামলা চালিয়েছে কি না, তা জানা যায়নি। এসওএস কলে সাড়া দেওয়ার জন্য ভারতীয় নৌসেনা বাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়ে ব্রিটিশ জাহাজের ক্যাপ্টেন অভিলাষ রাওয়াত একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। তাতে তিনি বলছেন, আমি ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আইএনএস বিশাখাপত্তনমকে ধন্যবাদ জানাই। আচমকা আমাদের তেলভর্তি জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর একসময় আমরা এই আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করার সমস্ত আশা হারিয়ে ফেলেছিলাম। তখনই সমস্ত ঝুঁকি উপেক্ষা করে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে ভারতীয় নৌসেনা বাহিনী।

এদিকে ভারতীয় নৌসেনার তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মার্লিন লুয়ান্ডা জাহাজ থেকে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়। বাণিজ্যিক ওই জাহাজে তেল নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাতে মিসাইল হামলা চালানো হয়। খবর পেতেই সঙ্গে সঙ্গে ওই জাহাজের কাছে পৌঁছয় ভারতীয় নৌসেনা। আইএনএস বিশাখাপত্তনমে ১০ জন দমকলকর্মী গিয়ে ৬ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। উদ্ধার করা হয় ওই জাহাজের যাত্রীদের। যাতে ফের আগুন না লাগে, তার জন্য জাহাজটির উপরে নজর রাখছে আইএনএস বিশাখাপত্তনম।

পেনিং ইনিংসে শাহরুখকে টেক্কা দিলেন ভিকি কৌশল!

প্রতিবেদন : ঘোষিত হল বলিউডের বহু প্রতীক্ষিত ফিল্মফেয়ার পুরস্কার ২০২৪। এবছর ৬৯তম ফিল্মফেয়ারে বলিউড বাদশার কামব্যাক নিয়ে প্রত্যাশার পারদ চড়েছিল। বিশেষ করে 'পাঠান' এবং 'জওয়ান' ঘিরে আশায় বুক বেঁধেছিলেন শাহরুখ ফ্যানেরা। তবে পুরস্কার ঘোষণা হতেই দেখা গেল ছক্কা হাঁকিয়েছে ভিকি কৌশল

ফিল্মফেয়ার পুরস্কার ২০২৪

অভিনীত সিনেমা 'স্যাম বাহাদুর'। টেকনিক্যাল এবং নন-টেকনিক্যাল বিভাগ মিলিয়ে মোট ২৫টি ক্যাটাগরিতে মনোনয়ন ঘোষণা করা হয়। তাতে রীতিমতো হ্যাটট্রিক করল এই সিনেমা।

৬৯তম ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড ঘিরে সেজে উঠেছিল গুজরাতের গান্ধীনগরের মহাত্মা গান্ধী কনভেনশন অ্যান্ড এক্সিবিশন সেন্টার। শনি ও রবি দু'দিন ধরে চলে অনুষ্ঠান। শুধু 'স্যাম বাহাদুর' নয়, পুরস্কার জিতেছে রণবীর কাপুরের বিতর্কিত সিনেমা 'অ্যানিম্যাল' ও 'টুয়েলভথ ফেল'। সেরা অ্যাকশন ও ভিজ্যুয়ালের জন্য পুরস্কার জিতে নিয়েছে শাহরুখ খানের 'জওয়ান'।

কোচবিহারে মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

কৃষ্ণনগরে সরকারি অনুষ্ঠানে পরিষেবা প্রদান করে ফিরে আসবেন কলকাতায়।

এর আগের সফরে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় পরিষেবা প্রদান সেরে ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাহাড়বাসীর জন্য যাবতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন-শিলান্যাস ও পরিষেবা দিতে পাহাড়েও গিয়েছিলেন তিনি। সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তাই যত দ্রুত সম্ভব ও যতটা সম্ভব সরকারি পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছেন। কারণ নির্বাচনী বিধি-নিষেধে এই পরিষেবা প্রদান সম্ভব হবে না।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাসিমারা হয়ে কোচবিহারে পৌঁছনোর পথে তাঁকে একঝলক দেখতে দিনভর রাস্তার দু'পাশে ভিড় জমিয়েছিলেন মানুষজন। রাস্তায় ভিড় করা মহিলাদের হাতে ছিল রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের নামে প্ল্যাকার্ড ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়িয়ে শুভেচ্ছা জানান। হাসিমারা সেনা বিমানবন্দরে নেমে সড়কপথেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন কোচবিহারে। সোনারপুর, পুন্ডিবাড়ি চৌপথি ও চকচকা চেকপোস্ট এলাকায় ব্যাপক ভিড় ছিল সাধারণ মানুষ ও তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের। ভিড় দেখে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির গতি কমে যায়।

সব দাবি পূরণ হবে : মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

তারা চাকরি তো দেয় না, উল্টে নির্বাচন এলে তার আগে উল্টোপাল্টা বলে। কেন্দ্র সব টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা বোনাসের টাকা ২ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৫ হাজার ৩০০ টাকা করেছি। এ ছাড়া আরও কিছু বিবেচনা আমার আছে। আপনারা দিনে দিনে প্রমোশন পান, আমরাও চাই। যিনি যত ভাল কাজ করবেন, তিনি তত ভাল প্রমোশন পাবেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা ভিলেজ পুলিশ নিয়োগ করেছিলাম এই কারণে যে, কোন গ্রামে কে কী করছে, কোথায় গন্ডগোল হচ্ছে, কোথায় ভাল কাজ করা উচিত এগুলো লোকাল পুলিশের আওতায় আনার জন্য। এরপরই থানার আইসি এবং ওসিদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ, সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং ভিলেজ পুলিশদের নিয়ে মাঝেমধ্যে মিটিং করে কাউন্সিলিং করা উচিত।

তারপরই পুলিশের উপর তলার একাংশের কাজের গতি নিয়ে আক্ষেপের সুর শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। তিনি বলেন, পুলিশের রিক্রুটমেন্ট বোর্ড আছে। তারা যদি সাথে সাথে কাজগুলো করে দেয় আমার কোনও সমস্যা হয় না। কিন্তু এদের সমস্যা, ১৮ মাসে বছর! নিচুতলার কর্মীদের জন্য কাজ করতে এদের এত অনীহা যে, এরা ভীষণ সময় নষ্ট করে। এটা না করে সাথে সাথে কাজটা করলে প্রতি বছর ১০ শতাংশ হোমগার্ড থেকে কনস্টেবলে চলে আসে এবং তাতে পুরো কোটাটাই শেষ হয়ে যায়। আপনাদের আর পড়ে পড়ে মার খেতে হবে না। রাজ্য সম্মেলনে উপস্থিত পুলিশ কর্মীদের এই বলে আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর এহেন ঘোষণায় হাততালিতে ভরে ওঠে সম্মেলনের মাঠ। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ এবং কলকাতা পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির কো-অর্ডিনেটর শান্তনু সিনহা বিশ্বাস, কনভেনার বিজিতেশ্বর রাউত-সহ কমিটির সদস্যরা।

ফের নীতীশের বিশ্বাসঘাতকতার

(প্রথম পাতার পর)

তারপরই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেন বলে খবর। এবার দেশের সর্বোচ্চ আদালত ছাড়পত্র দিলেই দ্রুত চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে। ২০২২ সালের নিয়োগের সেই প্যানেল সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া হবে। আর সুপ্রিম কোর্ট সবুজ সঙ্কেত দিলেই নিয়োগ শুরু করা হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

খোলা হাওয়া

১৩
২৯ জানুয়ারি ২০২৪
সোমবার

29 January 2024 • Monday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

২২ জানুয়ারি কলকাতা বইমেলার এসবিআই অডিটোরিয়ামে কাব্য-মহলের উদ্যোগে আয়োজিত হয় কবিতাবাসর। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি ও কবিতাপাঠ

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মদিন পালন

» ২৫ জানুয়ারি ছিল কবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্তের ২০১তম জন্মদিন। ওইদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত মধুসূদন মঞ্চের উদ্যোগে ঢাকুরিয়া মধুসূদন মঞ্চে আয়োজিত হয় এক বিশেষ স্মরণ অনুষ্ঠান। ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের যুগ্ম অধিকর্তা তথা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিব দেবকুমার হাজরা। তিনি প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং কবির আবক্ষমূর্তিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। স্বাগত ভাষণ দেন মধুসূদন মঞ্চের প্রশাসন আধিকারিক সঞ্জয় চক্রবর্তী। 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক আজও প্রাসঙ্গিক' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অরিন্দম ঘোষ। পরিবেশিত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের অনুপ্রেরণায় একটি দৃশ্যকাব্য। নাটক রচনা সৌমেন্দু ঘোষ। ভাবনা, সংকলন ও পরিচালনায় অয়ন্তিকা ঘোষ। প্রযোজনায় অভিনেয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য ও সংস্কৃতিমনস্ক বহু মানুষ।

বাংলা অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতা

» বাংলা ভাষার প্রতি নতুন প্রজন্মের আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে, অভিজাত রুচিশীল প্রকাশনা সংস্থা 'পুনশ্চ' এবং 'বাংলা অলিম্পিয়াড'-এর পক্ষ থেকে ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় বিশেষ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ২৪ জানুয়ারি বইমেলার মূল মঞ্চ এসবিআই অডিটোরিয়ামে বেলা ১টায় এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সেইসঙ্গে ছিল 'শব্দে জব্দ' প্রতিযোগিতাও। অনুষ্ঠানটিতে অংশ নিয়েছিল কলকাতার প্রথম সারির ১৫টি স্কুলের নানা বয়সের ৩০০-র বেশি শিক্ষার্থী। মজাদার এই প্রতিযোগিতার জন্য কোনও প্রবেশমূল্য ছিল না। একইসঙ্গে উপস্থিত দর্শকদের জন্যও ছিল হরেক মজার প্রশ্ন। অংশ নিলেই ছিল নানা পুরস্কার। বাংলা মাধ্যম-সহ ইংরেজি মাধ্যমের পড়ুয়ারাও হইহই করে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। স্কুলগুলো হল শ্রীশিক্ষায়তন, লা মার্টিনিয়ার, সেন্ট জেমস, নবনালন্দা, পাঠভবন, যোধপুর পার্ক বয়েজ, যোধপুর পার্ক গার্লস, সাউথ পয়েন্ট, দিল্লি পাবলিক স্কুল, সিলভার পয়েন্ট, টাকি বয়েজ, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, বিনোদিনী গার্লস, ইয়ং হরাইজন্স, হরিয়ানা বিদ্যামন্দির, সল্টলেক সিএ, সেন্ট থমাস, টাকি গার্লস, হলি চাইল্ড, সংস্কৃত কলেজিয়েট। এ এক নতুন ভাবনা। ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। বাংলাকে ভালবেসে, বাংলা ভাষার পাশাপাশি বাংলার পড়ুয়াদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভিন্নধর্মী প্রচেষ্টা। ট্যাগলাইন, 'হয় জিতব, নয় শিখব— আমরা কখনও হারব না।' সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রমাপদ পাহাড়ি।

সংলাপ কলকাতার নতুন নাটক

» ডুয়েন্মার্ট-এর নাটকের ছায়া থেকে বিজয় তেন্ডুলকার লিখেছিলেন 'যশান্ততা কোর্ট চালু আহে'। তার অনুসৃজন ঘটিয়েছেন কুন্তল মুখোপাধ্যায়, 'চোপ আদালত চলছে'। নাটকটি সম্প্রতি মঞ্চস্থ হল কলকাতার অ্যাকাডেমিতে। ১৯৭১-এ প্রযোজনা করেছিল বহুরূপী, এবার সংলাপ কলকাতা। নাটকটির বড় সম্পদ অভিনয়। মূল চরিত্রে শর্মিলা বসু নিজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ করেছেন। উপযুক্ত সঙ্গত করেছেন শিপ্রা পাল, বিতান বিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুপদ মিত্র, অমল আচার্য, শান্তনু পাল, সৌরভ পয়রা। একেবারে ভিন্নধর্মী একটি অভিব্যক্তি নিয়ে কাজল শম্ভু দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। সংগীত, রূপসজ্জা এবং পোশাক বেশ মানানসই। আলো এবং মঞ্চসজ্জা প্রশংসনীয়।

বাঙালির বইপড়া

» প্রকাশিত হল 'বাঙালির বইপড়া'। বইমেলায় প্রকাশ-উন্মোচন করলেন পুবের কলম পত্রিকার সম্পাদক প্রাবন্ধিক আহমদ হাসান ইমরান। সম্পাদক জাহিরুল হাসান এবারও বাঙালির মননকে উসকে দিয়েছেন। আছে ৫০-এর বেশি আলোচনা-নিবন্ধ। যার মূল বক্তব্যই বইপড়া। শুধুমাত্র বই এবং বইজগৎ নিয়ে এত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের কাজ প্রায় নেই বললেই চলে। মলাটকাহিনি 'কল্লোল' পত্রিকার ১০০ বছর। আছে বাংলাদেশের সাহিত্যচর্চা। ক্রোড়পত্র 'অন্তঃপুরের মহিলাদের বইপড়া'। যা ইতিহাস, স্মৃতি, আবেগের রোমন্থন। লেখক-আয়োজনও ঈর্ষণীয়। আশিসকুমার দে, কুমার রাণা, সাধন চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, হরিশংকর জলদাস, বিপুল দাস, রবিন পাল, অভ্র ঘোষ, তৃষ্ণা বসাক প্রমুখের কলমে সমৃদ্ধ 'বাঙালির বইপড়া'। প্রকাশক এলএফ বুকস।

উদার আকাশের অনুষ্ঠান

» ২৬ জানুয়ারির সন্ধ্যায় ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় উদ্বোধন হল উদার আকাশ পত্রিকার বইমেলা সংখ্যার। প্রেস কর্নারে পত্রিকার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট কবি সুবোধ সরকার, প্রাক্তন সাংসদ ড. মইনুল হাসান এবং পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদ। ওই অনুষ্ঠানেই উদার আকাশ আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয় বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ মহিউদ্দিন সরকারকে। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য ভারতীয় মুদ্রায় ১ লক্ষ ১ টাকা। অনুষ্ঠানে অন্যদের সঙ্গে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ ও পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান। শুরুতে সোমঋতা মল্লিকের পরিচালনায় কাজী নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক সংগীত 'কারার ঐ লৌহ-কপাট' ও 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' গান দুটি শতকণ্ঠে পরিবেশন করেন 'ছায়ানট'-এর শিল্পীরা। সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন জুলেখা সুলতানা।

শৈলী শপথের সাহিত্য-সন্ধ্যা

» ২৪ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে শৈলী শপথ পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক মনোজ্ঞ সাহিত্য-সন্ধ্যা। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি, কবিতাপাঠ, শ্রুতি নাটক। উপস্থিত ছিলেন কমল দে সিকদার, আরণ্যক বসু, তাপস সাহা, সৌমিত বসু, ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য, সুশান্ত ঘোষ, মুকুল চক্রবর্তী, ডালিম চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রকাশিত হয় কয়েকটি বই। বৃষ্টি উপেক্ষা করে অনুষ্ঠানে এসেছিলেন বহু মানুষ।

মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান

» ২৭ জানুয়ারি হাওড়ার আন্দুল ঝোড়হাট এফসি মিনি ইনডোর হলে জয়জয়ন্তী সঙ্গীত শিক্ষা নিকেতনের উদ্যোগে আয়োজিত হয় মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান। দেশাত্মবোধক গানের মধ্যে দিয়ে সূচনা হয়। তারপর পরিবেশিত হয় রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি, লোকগান, আধুনিক বাংলা গান, ছায়াছবির গান এবং বাংলা ব্যান্ডের গান। প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের একক এবং সম্মেলক নিবেদন দর্শক-শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গায়ত্রী পল্যে।

শিশুসাহিত্যিকের সঙ্গে একটি দুপুর

» পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এই সময়ের বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক। গবেষক হিসেবেও সুপরিচিত। শিশুসাহিত্য, ঠাকুরবাড়ি ও সাময়িকপত্র নিয়ে তাঁর লেখা গবেষণামূলক গুরুত্বপূর্ণ বই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই বিশিষ্ট লেখক পড়াশোনা করেছেন এক মফস্সলের কলেজে, বেলুড়ের লালবাবা কলেজে। সাহিত্যের অঙ্গনে ছাত্রের সাফল্যে, স্বীকৃতিতে কলেজ-কর্তৃপক্ষ গৌরববোধ করেন। সম্প্রতি 'পার্থজিতের সঙ্গে একটি দুপুর' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তাঁরা। পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় শিশুসাহিত্য নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। তাঁর লেখকজীবনের কথা বলেন। চলে তাঁর সাহিত্য-ভাবনা নিয়ে আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তরপর্ব। পার্থজিতের ছড়া অবলম্বনে নৃত্যানুষ্ঠান, ছড়াগান ও সাহিত্যকীর্তি নিয়ে আলোচনারও ব্যবস্থা ছিল। লালবাবা কলেজের প্রাক্তনীকে নিয়ে এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আনন্দমোহন কলেজ। দুই কলেজের অধ্যক্ষ ড. সঞ্জয় কুমার ও ড. প্রদীপকুমার মাইতি কেন এই আয়োজন, সে প্রসঙ্গে আন্তরিক বক্তব্য রাখেন। ইউজিসি-ন্যাকের নিয়ম মেনে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। মনোরম এই অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কলেজের অধ্যাপিকা ড. সোমা দাস।

১৪
২৯ জানুয়ারি ২০২৪
সোমবার

মাঠে ময়দানে

29 January, 2024 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হল্যান্ডের কাছে ১-৫ গোলে হেরে আফ্রিকান সাফারি শেষ ভারতীয় হকি দলের

ইস্টবেঙ্গলের সুপার কাপ

ইস্টবেঙ্গল ৩ (নন্দ, ক্রেসপো, ক্লেটন)
ওড়িশা এফসি ২ (মরিসিও, জাহু)

চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। ট্রফি হাতে উচ্ছ্বাস ক্লেটনদের। রবিবার ভুবনেশ্বরে।

প্রতিবেদন : অবশেষে ট্রফির খরা কাটল ইস্টবেঙ্গলের। মহানদীর তীরে জ্বলল মশাল। ২০১২ সালে ফেডারেশন কাপ জয়ের এক যুগ পর সর্বভারতীয় ট্রফি জিতল লাল-হলুদ। পিছিয়ে পড়েও ভুবনেশ্বরে ১২০ মিনিটের উত্তেজক ফাইনালে ওড়িশা এফসি-কে ৩-২ গোলে হারিয়ে কলিঙ্গ সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। দিয়েগো মরিসিওর গোলে ওড়িশা এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নন্দকুমার ও সাউল ক্রেসপোর পেনাল্টি থেকে করা গোলে পরে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। সংযুক্ত সময়ের শেষ মিনিটে আহমেদ জাহুর গোলে নির্ধারিত সময়ের খেলা ২-২ অমীমাংসিত থাকে। অতিরিক্ত সময়ের ১১১ মিনিটে ক্লেটন সিলভার গোলে বাজিমাত করে লাল-হলুদ। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ইস্টবেঙ্গলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, হাজারো প্রতিবন্ধকতা দূরে সরিয়ে ওড়িশাকে ওড়িশার মাঠে হারিয়ে ট্রফি জয়। এই জয় শুধু ইস্টবেঙ্গলের নয়, গোটা বাংলার।

দীর্ঘ ব্যর্থতা কাটিয়ে স্প্যানিশ কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের কোচিংয়ে ফের স্বমহিমায় মশালবাহিনী। কলকাতা থেকে কলিঙ্গের গ্যালারি ভরিয়েছিলেন প্রচুর সমর্থক। তাঁদের সঙ্গে নিয়েই উৎসবে মাতেন ক্লেটনরা। ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য নিয়ে খেলার চেষ্টা করে ইস্টবেঙ্গল। আক্রমণ-প্রতিআক্রমণে খেলা জমে ওঠে। তবে ইস্টবেঙ্গলের দাপট বেশি থাকে। ক্লেটনের কর্নার থেকে জেভিয়ার সিভেরিওর হেড অসাধারণ দক্ষতায় বাঁচান ওড়িশার গোলরক্ষক। ৩৯ মিনিটে গোল করে ওড়িশাকে এগিয়ে দেন ছন্দে থাকা ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার মরিসিও। পিছিয়ে পড়ে গোলশোধের মরিয়া চেষ্টা করলেও ০-১ পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে নাওরেম মহেশ ও লালচুংনুঙ্গাকে নামিয়ে দেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। ৫২ মিনিটে মহেশেরই দুরন্ত পাস থেকে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে সমতায় ফেরান নন্দকুমার। পুরনো দলের বিরুদ্ধে গোল করে উৎসব করেননি তিনি। ম্যাচের রাশ এরপর থাকে ইস্টবেঙ্গলের হাতেই। ৬১ মিনিটে বোরহাকে বক্সে ফাউল করেন মোর্তাদা ফল। রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দিলে গোল করতে ভুল করেননি ক্রেসপো। ৬৯ মিনিটে বোরহাকে কনুই মেরে লাল কার্ড দেখেন মোর্তাদা। ১০ জনের ওড়িশার বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের দাপট অব্যাহত থাকে। ক্লান্ত নন্দকে তুলে ছটফটে বিষ্ণুকে নামান কুয়াদ্রাত। কিন্তু পরপর দু'টি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন বিষ্ণু। তাঁকে তুলে নিয়ে টুর্নামেন্টে নজরকাড়া তরুণ বাঙালি উইঙ্গার সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নামান ইস্টবেঙ্গল কোচ। কিন্তু গোলের ব্যবধান বাড়েনি লাল-হলুদের। উল্টে ম্যাচের সংযুক্ত সময়ের শেষ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে খেলায় সমতা ফেরায় ওড়িশা। মরিসিওকে বক্সের মধ্যে ফাউল করেন ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক প্রভসুখন সিং গিল। পেনাল্টি থেকে গোল করেন জাহু।

অতিরিক্ত সময়ে সৌভিক চক্রবর্তীর শট পোস্টে লেগে না ফিরলে ইস্টবেঙ্গল আরও একবার এগিয়ে যায়। এরপরই লাল কার্ড দেখেন সৌভিক। ১০ জন হয়ে যায় ইস্টবেঙ্গলও। অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে বিপক্ষ রক্ষণের ভুলে গোল করে লাল-হলুদে মশাল জ্বালান সেই ক্লেটন।

৫ গোল! জাভিও এবার সরছেন

হারের পর বিধ্বস্ত জাভি।

বার্সেলোনা, ২৮ জানুয়ারি : জুরগেন ক্লপের পর এবার জাভি হার্নান্দেজ। মরশুম শেষে দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা আরেক ফুটবল কোচের! শনিবার রাতে লা লিগায় ভিয়ারিয়ালের কাছে ৩-৫ গোলে হারের পরেই এই কথা জানিয়েছেন বার্সা কোচ।

২১ ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগার তৃতীয় স্থানে রইলেও, খেতাবি দৌড় থেকে কার্যত ছিটকে গিয়েছে। আর এই ব্যর্থতায় দায় নিজের কাঁধে নিয়ে ভিয়ারিয়াল ম্যাচের পর জাভি বলেন, ''মরশুম শেষ হলেই আমি কোচের দায়িত্ব ছাড়ছি। ক্লাব সভাপতি ও কোচিং স্টাফদের সঙ্গে কথা বলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ক্লাবের ভালর জন্যই এই সিদ্ধান্ত। কেউ আমাকে বলেছিল, বার্সার স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন হতে। কিন্তু এটা অসম্ভব।''

ঘরের মাঠে ৪১ মিনিটে পিছিয়ে পড়েছিল বার্সা। ভিয়ারিয়ালের গোলদাতা জেরার্ড মোরেনো। ৫৪ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ইলিয়াস আখোমাচ। যদিও ৬০ ও ৬৮ মিনিটে পরপর গোল করে বার্সাকে সমতায় ফিরিয়েছিলেন ইলখাই গুন্ডোগান ও পেড্রি। ৭১ মিনিটে এরিক বেইলির আত্মঘাতী গোলে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল বার্সেলোনা। কিন্তু ৮৪ মিনিটে গঞ্জালো গিদেসের গোলে ৩-৩ করে ফেলে ভিয়ারিয়াল। এরপর ইনজুরি টাইমে (৯৯ ও ১০২ মিনিট) পরপর দু'টি গোল করে ভিয়ারিয়ালকে জয় এনে দেন আলেকজান্ডার সরলথ ও হোসে মোরালেস।

সুরজে ছারখার অসম

প্রতিবেদন : মুকেশ কুমার, আকাশ দীপের মতো দুই সিনিয়র পেসার নেই। অফ ফর্মের কারণে অসমের বিরুদ্ধে খেলানো হয়নি ঈশান পোড়েলকেও। কিন্তু নবাগত পেসার সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, মহম্মদ কাইফরা মুকেশদের অভাব বুঝতে দিলেন না। বিশেষ করে সুরজের গতি, সুইংয়ে দিশেহারা হয়ে দুই ইনিংসেই অল্প রানে গুটিয়ে যায় অসম। বাংলাও এবারের রঞ্জিতে প্রথম জয় পেল। ইনিংস ও ১৬২ রানে জিতে রঞ্জি ট্রফির নক আউটের দৌড়ে থাকল বাংলা। ইনিংসে জেতায় বোনাস-সহ ৭ পয়েন্ট পেল তারা। তিন ধাপ উঠে ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে এলিট 'বি' গ্রুপে আপাতত দ্বিতীয় স্থানে বাংলা। প্রথম ইনিংসে ৩ উইকেট নেওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট সুরজের। তিনিই ম্যাচের সেরা।

অসমের অধিনায়ক রিয়ান পরাগ প্রথম দিনই ফিল্ডিংয়ে চোট পেয়েছিলেন। রঞ্জিতে রানের মধ্যে থাকা রিয়ান দুই ইনিংসেই ব্যাট করতে পারেননি। ফলে অসমের ব্যাটিং আরও কমজোরি হয়ে পড়ে। সুরজ, কাইফদের দাপটে মাত্র ১০৩ রানেই তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায়। অসমকে ফলো অন করায় বাংলা।

ম্যাচের সেরা সুরজ।

৩০২ রানের বিশাল লিড নিয়ে বোনাস পয়েন্টের জন্য ঝাঁপান মনোজ তিওয়ারিরা। সুরজের বিধ্বংসী বোলিংয়ের সৌজন্যে ম্যাচের তৃতীয় দিন ১৪০ রানে শেষ হয় অসমের দ্বিতীয় ইনিংস। মাত্র ৪৬ ওভার স্থায়ী হয় তাদের ইনিংস। সুরজের ৫ উইকেট ছাড়া এই ম্যাচে অভিষেক হওয়া বাঁ-হাতি স্পিনার অঙ্কিত মিশ্র নেন দু'টি উইকেট। স্পিনার-অলরাউন্ডার করণ লালের ঝুলিতেও ২ উইকেট। মনোজদের পরের ম্যাচ গ্রুপ শীর্ষে থাকা মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে।

ভারতের বড় জয়

ব্লুমফন্টেইন, ২৮ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপের সুপার সিক্সে ভারত। রবিবার আমেরিকাকে ২০১ রানে হারানোর সঙ্গে সঙ্গেই টুর্নামেন্টে জয়ের হ্যাটট্রিক করেন ভারতীয় যুবরা। এদিন প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে ৩২৬ রান তুলেছিল ভারত। সেঞ্চুরি করেন ওপেনার আর্শিন কুলকার্নি। তিনি ১১৮ বলে ১০৮ করে আউট হন। আগের ম্যাচে সেঞ্চুরি হাঁকানো মুশির খানের অবদান ৭৬ বলে ৭৩ রান। এছাড়া অধিনায়ক উদয় সাহারানের ৩৫ রান উল্লেখযোগ্য। জবাবে ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ১২৫ রানেই আটকে যায় আমেরিকা। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে চার উইকেট নেন নমান তিওয়ারি।

জিতল রিয়াল

মাদ্রিদ, ২৮ জানুয়ারি : পরিবর্ত হিসাবে ৮১ মিনিটে মাঠে নেমেছিলেন। ম্যাচের ফল তখন ১-১। ঠিক তিন মিনিট পরেই টনি ক্রুসের কর্নার থেকে মাপা হেডে বল জালে জড়িয়ে নায়ক বনে গেলেন অঁরেলিয়ে চুয়ামেনি! ফরাসি মিডফিল্ডারের গোলেই লাস পালমাসকে ২-১ ব্যবধানে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ। মজার ব্যাপার, এদিন আবার ছিল তাঁর ২৪তম জন্মদিন। জন্মদিনে দলকে মূল্যবান তিন পয়েন্ট উপহার দিলেন চুয়ামেনি। প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। তবে বিপক্ষের মাঠে ৫৩ মিনিটে পিছিয়ে পড়েছিল রিয়াল। পালমাসের হয়ে গোল করেন মুনোজ। যদিও ৬৫ মিনিটে ভিনিসিয়াস জুনিয়রের গোলে ১-১ করে দেয় রিয়াল। ভিনিসিয়াসকে পাস বাড়িয়েছিলেন কামাভিঙ্গা। কার্ড সমস্যায় খেলতে পারেননি মরশুমে স্বপ্নের ফর্মে থাকা জুড বেলিংহ্যাম। তবে তাঁর অনুপস্থিতিতে দলকে জয় এনে দিলেন চুয়ামেনি। ২১ ম্যাচে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রিয়াল। সমান ম্যাচে ৫২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে জিরোনা।

নৌসেনার বেটন জয়

প্রতিবেদন : ১২৫তম বেটন কাপে চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় নৌসেনা। রবিবার সল্টলেক সাইয়ের অ্যাস্ট্রোটার্ফে প্রতিযোগিতার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে হারাল ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনকে। খেলার ফল ৫-৪। নির্ধারিত সময়ে খেলা অমীমাংসিত থাকে ২-২ গোলে। ভারতীয় সেনা দলের হয়ে গোল দুটি করেন সুশীল ধনওয়ার ও আকিব রহিম। আইওসি-র হয়ে জোড়া গোল করেন গুরজিন্দর সিং। এরপর পেনাল্টি শুটআউটে ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়। সেখানে সেনা দলের হয়ে তিনটি গোল করেন প্রশান্ত, যোগেশ সিং ও কুলদীপ। আইওসি-র দুই গোলদাতা আফান ইউসুফ ও অঙ্কিত পাল।

আনন্দকে টপকে এক নম্বরে ভিদিত

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি : ফিডে র‍্যাঙ্কিংয়ে সাপলুডোর খেলা চলছেই। এবার পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দকে টপকে ফিডে র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর ভারতীয় দাবাড়ু হলেন ভিদিত গুজরাটি। টাটা স্টিল মাস্টার্স চেজ টুর্নামেন্টে নেদারল্যান্ডসের দাবাড়ু উইজিক অ্যান জিকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গেই এই কৃতিত্ব অর্জন করেন ভিদিত।

সম্প্রতি আনন্দকে টপকে ভারতীয় দাবাড়ুদের মধ্যে এক নম্বর হয়েছিলেন রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। যদিও প্রজ্ঞানন্দ খুব বেশিদিন শীর্ষ স্থান ধরে রাখতে পারেননি। তাঁকে টপকে এক নম্বর জায়গা পুনরুদ্ধার করেছিলেন আনন্দ। তবে তিনিও খুব বেশিদিন শীর্ষস্থান ধরে রাখতে পারলেন না। এদিকে, ভিদিত এক নম্বরে উঠে আসায় তৃতীয় স্থানে নেমে গেলেন প্রজ্ঞনন্দ। ২৯ বছর বয়সী ভিদিত গত দেড় বছর ধরেই আন্তর্জাতিক স্তরে ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছেন। গত বছর প্রো দাবা লিগে প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ম্যাগনাস কার্লসেনকে হারিয়ে চমক দিয়েছিলেন ভিদিত।

ফাইনালে মেয়েরা

প্রতিবেদন : খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমস ফুটবলের ফাইনালে বাংলার মেয়েরা। রবিবার চেন্নাইয়ে তারা সেমিফাইনালে ১-০ গোলে হারায় ঝাড়খণ্ডকে। ম্যাচের ৩১ মিনিটে বাংলার হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন সোনালি সোরেন। জিতলেও দলের খেলায় সন্তুষ্ট নন বাংলার কোচ সুজাতা কর। তিনি চান ফাইনালে আরও উন্নত ফুটবল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গাব্বার নায়ক শামার জোসেফের সঙ্গে জার্সি বিনিময় করলেন প্যাট কামিন্স

মাঠে ময়দানে

29 January, 2024 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

এলেন বশির

হায়দরাবাদ : দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর ভিসা হাতে পেয়ে ভারতে পৌঁছলেন ইংল্যান্ডের পাক বংশোদ্ভূত অফ স্পিনার শোয়েব বশির। হায়দরাবাদে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তিনি। ২০ বছরের তরুণ স্পিনার এখনও একটিও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেননি। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের স্পিন আক্রমণের অন্যতম অস্ত্র হিসেবে তাঁকে তুলে ধরছিল ব্রিটিশ মিডিয়া। ভিসা-জটে বশিরের ভারতে আসা আটকে যাওয়ায় ক্ষোভ, হতাশা গোপন করেননি অধিনায়ক বেন স্টোকস। দলের সঙ্গে শুরুতে ভারতে আসতে না পারলেও আবু ধাবির শিবিরে চুটিয়ে প্রস্তুতি সারেন তরুণ স্পিনার। ২ ফেব্রুয়ারি থেকে বিশাখাপত্তনমে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। এরপর সিরিজের বাকি তিনটি টেস্ট।

উঠল নির্বাসন

কলম্বো : দু'মাস বাদে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের উপর থেকে নির্বাসন তুলে নিল আইসিসি। ১০ নভেম্বর এই নির্বাসন আরোপ করেছিল তারা। এই নির্বাসনের জন্য অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের আয়োজন করতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। আইসিসি এক বার্তায় বলেছে, তারা শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের উপর নজর রাখছিল। বর্তমানে পরিস্থিতি অনুকূল বলে নির্বাসন তুলে নেওয়া হল।

জগদীশন ৩২১

কোয়েম্বাটোর : কলকাতা নাইট রাইডার্স তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে। আইপিএল নিলামেও কোনও দল পাননি। যদিও রঞ্জিতে ট্রিপল সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ফের প্রচারের আলোয় নারায়ণ জগদীশন। তামিলনাড়ুর হয়ে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে ৪০৩ বলে ৩২১ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন তিনি। মেরেছেন ২৩টি চার ও ৫টি ছয়। তাঁর ট্রিপল সেঞ্চুরিতে ভর দিয়ে ৪ উইকেটে ৬১০ রানে নিজেদের ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেয় তামিলনাড়ু। জবাবে চণ্ডীগড়ের দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে যায় ২০৬ রানে। এর আগে প্রথম ইনিংসে মাত্র ১১১ রান করেছিল চণ্ডীগড়। ফলে ইনিংস ও ২৯৩ রানে ম্যাচ জিতে নেয় তামিলনাড়ু। টুর্নামেন্টে এর আগে রেলওয়েজের বিরুদ্ধে ডাবল সেঞ্চুরি (অপরাজিত ২৫৪) হাঁকিয়েছিলেন জগদীশন।

দ্রুততম ৫০

ব্লুমফন্টেইন : অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরির নতুন রেকর্ড গড়লেন দক্ষিণ আফ্রিকার স্টিভ স্টোক। রবিবার স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাত্র ১৩ বলে পঞ্চাশ করে তিনি ভেঙে দিলেন ঋষভ পন্থের রেকর্ড। ২০১৬ সালের অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে মিরপুরে নেপালের বিরুদ্ধে ১৮ বলে হাফ সেঞ্চুরি করে এই নজির গড়েছিলেন ঋষভ। আট বছর পর যা টপকে গেলেন স্টোক। শেষ পর্যন্ত তিনি ৩৭ বলে ৮৬ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে দেন। স্টোকের সৌজন্যে ২৭০ রান তাড়া করতে নেমে, ২৭ ওভারেই ম্যাচ জিতে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা।

জোকার-জয়ী সিনারই মেলবোর্নে চ্যাম্পিয়ন

মেলবোর্ন, ২৮ জানুয়ারি : নতুন রাজা পেল অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। রবিবার রড লেভার এরিনায় অনুষ্ঠিত ফাইনালে পাঁচ সেটের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর দানিল মেদভেদেভকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেন জানিক সিনার। ২২ বছর বয়সি সিনার প্রথম দু'সেট হেরেও, ম্যাচ জিতলেন ৩-৬, ৩-৬, ৬-৪, ৬-৪, ৬-৩ সেটে।

প্রথমবার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে উঠেই চ্যাম্পিয়ন হলেন সিনার। শুধু তাই নয়, ইতালির প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে ইতিহাস গড়লেন। সিনারের আগে মাত্র দু'জন ইতালীয় পুরুষ খেলোয়াড় গ্র্যান্ড স্ল্যামের সিঙ্গলস খেতাব জিতেছেন। এঁরা হলেন নিকোলা পিয়েত্রেঞ্জেলি ও আদ্রিয়ানো পানাত্তা। এঁদের মধ্যে নিকোলা ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালে পরপর দু'বার ফ্রেঞ্চ ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। আর পানাত্তা ১৯৭৬ সালে ফ্রেঞ্চ ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। দীর্ঘ ৪৮ বছরের খরা কাটালেন সিনার।

পরিসংখ্যান আরও বলছে, ১০ বছর পর পুরুষদের সিঙ্গলসে নতুন চ্যাম্পিয়ন পেল অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। ২০১৪ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন স্ট্যান ওয়ারিঙ্কা। এরপর রজার ফেডেরার, নোভাক জকোভিচ ও রাফায়েল নাদাল ছাড়া অন্য কেউ মরশুমের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ট্রফিতে নিজের নাম খোদাই করতে পারেননি।

ট্রফি হাতে সিনার।

সিনার সেই খরাও কাটালেন। তিনি যে লম্বা রেসের ঘোড়া, সেটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সেমিফাইনালে জকোভিচকে হারিয়ে। জকোর সঙ্গে শেষ চারটে সাক্ষাৎকারের তিনটেতেই জিতেছেন সিনার! অথচ ফাইনালের শুরুটা খুব খারাপভাবে করেছিলেন ইতালীয় তরুণ। প্রথম দুই সেটে তাঁকে কার্যত উড়িয়ে দেন মেদভেদেভ। তবে তৃতীয় সেট থেকেই ঘুরে দাঁড়ান সিনার। বাকিটা ইতিহাস!

উচ্ছ্বাস বোপান্নার • অভিনন্দন নাদালের

৪৩ ধাপের পর লক্ষ্য এবার ৪৪

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি : তেতাল্লিশেও গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন হওয়া যায়! অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছেন তিনি। সেই রোহন বোপান্নার কাছে বয়স নিছকই একটা ধাপ মাত্র। সদ্য অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ডাবলস খেতাবজয়ী ভারতীয় টেনিস তারকা বলছেন, ''সবাই এখন জেনে গিয়েছেন, আমার বয়স ৪৩ বছর। অনেকেই বয়সকে সংখ্যা বলে থাকেন। তবে আমি একটু অন্যরকম ভাবি। বয়স আমার কাছে এক একটা ধাপ। সবে ৪৩ ধাপ হয়েছে। এবার ৪৪তম ধাপের লড়াই শুরু করব।''

স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে বোপান্না।

বোপান্না আরও যোগ করেছেন, ''আপাতত দিন দুয়েকের মধ্যে বাড়ি ফিরব। পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে এই সাফল্য উপভোগ করতে চাই। তার পর শুরু হবে পরের টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি। আপাতত দুবাই মাস্টার্স, ইন্ডিয়ান ওয়েলস ও মায়ামি ওপেনে খেলব।''

দুবাইয়ের টুর্নামেন্ট শুরু হবে ২৪ ফেব্রুয়ারি। ইন্ডিয়ান ওয়েলস শুরু হবে ৬ মার্চ। এরপর ১৭ মার্চ থেকে মায়ামি ওপেন। বোপান্না বলছেন, ''সপ্তাহটা অসাধারণ কাটল। বিশ্বের এক নম্বর ডাবলস খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পেলাম। প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যাম ডাবলস খেতাবও জিতলাম। এই জায়গায় পৌঁছনোর স্বপ্ন টেনিস জীবনের শুরু থেকে দেখেছি। অবশেষে স্বপ্নপূরণ হল।'' এদিকে, রবিবার বোপান্নাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাফায়েল নাদাল। ইনস্টাগ্রামে তিনি লিখেছেন, ''অসাধারণ ও অনন্য সাফল্যের জন্য অভিনন্দন রোহন।''

অস্ট্রেলিয়ায় শাপমুক্তি, লারার চোখে জল

বিধ্বংসী শামারে টেস্ট জয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের

ব্রিসবেন, ২৮ জানুয়ারি : কার্টলে অ্যামব্রোজের দুর্দান্ত ফাস্ট বোলিংয়ে শেষবার যখন অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট জিতেছিল কোর্টনি ওয়ালশের নেতৃত্বাধীন ওয়েস্ট ইন্ডিজ, তখন শামার যোশেফের জন্ম হয়নি। সেই ছেলে পায়ের ভাঙা আঙুল নিয়েই ফাস্ট বোলিংয়ের অনবদ্য প্রদর্শনী দেখিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ২৭ বছর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টেস্ট জেতালেন। গাব্বায় অস্ট্রেলিয়ার দুর্গে ৩৬ বছর পর টেস্ট জয় ক্যারিবিয়ানদের। দুই টেস্টের সিরিজও অমীমাংসিত থাকে।

ব্রিসবেনে রুদ্ধশ্বাস সমাপ্তির দিন-রাতের টেস্ট ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে মাত্র ৮ রানে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২৪ বছরের ডান হাতি ফাস্ট বোলার শামার গোলাপি বলে দাপট দেখিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে একাই নিয়েছেন ৭ উইকেট। অ্যাডিলেডে জীবনের প্রথম টেস্টে ৫ উইকেট নেওয়ার পর গাব্বায় দুই ইনিংস মিলিয়ে ৮ উইকেট। ম্যাচ ও সিরিজ সেরা শামার। দলের স্মরণীয় জয় দেখে ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা। বললেন, ''২৭ বছর পর, অবিশ্বাস্য! তরুণ, অনভিজ্ঞ দলকে মুছে ফেলা হয়েছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট আজ উঠে

শামারকে নিয়ে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের।

দাঁড়িয়েছে। অভিনন্দন দলের প্রত্যেক সদস্যকে।''

আগের দিন মিচেল স্টার্কের ইয়র্কার পায়ের পাতায় আছড়ে পড়ার পর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন। ডান পায়ের আঙুলে চিড় ধরায় দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিং করাই অনিশ্চিত ছিল শামারের। পায়ের ভাঙা আঙুল নিয়েই গাব্বার অজি দুর্গে ফাটল ধরান তরুণ পেসার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস ১৯৩ রানে গুটিয়ে যাওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ার সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২১৬ রানের। শামারের আগুনে বোলিংয়ের ধাক্কায় যখন পরপর উইকেট পড়ছে অস্ট্রেলিয়ার, তখন উইকেটের একদিক আঁকড়ে টেল এন্ডারদের নিয়েই দলকে জয় এনে দিতে মরিয়া লড়াই চালাচ্ছিলন স্টিভ স্মিথ। কিন্তু দিনটা ছিল যে শামারের। ওপেন করতে নেমে ৯১ রানে অপরাজিত থেকে ট্র্যাজিক নায়ক স্মিথ।

স্পিন নিয়ে মতানৈক্য পিটারসেন ও সানির

হায়দরাবাদ, ২৮ জানুয়ারি : ভারতে স্পিনের মোকাবিলার উপায় কী? এই ইস্যুতে দুই প্রাক্তন কেভিন পিটারসেন ও সুনীল গাভাসকরের দু'রকম মত। যার জেরে দু'জনে কমেন্ট্রি বক্সে ভিন্ন মত পোষণ করলেন।

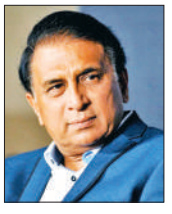

কমেন্ট্রি করার সময় পিটারসেন বলেন কীভাবে অলি পোপ ও বেন ডাকেটের মতো তরুণ ক্রিকেটাররা স্পিনের মোকাবিলায় সুইপ ও রিভার্স সুইপের ব্যাবহার করেছেন। ভারতীয় ব্যাটাররা হার্টলি, লিচ, রুটদের বিরুদ্ধে এই শটের ব্যবহার করেননি বলে তিনি তাদের ভুল ধরিয়ে দেন। পিটারসেনের কথায়, ছোট ফরম্যাটের ক্রিকেটে ব্যাটাররা এখন সুইপ, রিভার্স সুইপ মারেন। ১০-১৫ বছর আগে থেকে তাঁরা এভাবে খেলে আসছেন। ডাকেট যেমন। বড় হয়েছেন এইসব শট খেলেই। তিনি সুইপ ও রিভার্স সুইপে স্বচ্ছন্দ। এরপর পিটারসেন আরও বলেন, এখন আর সেই দিন নেই যে কেউ এইসব শট খেললে বলবে, আহা, কী সুন্দর শট! এখনকার ক্রিকেটাররা এসব সহজেই মারেন। ভারতে স্পিনের বিরুদ্ধে ট্র্যাডিশনাল ক্রিকেট চলে না।

পাশে বসা গাভাসকর পিটারসেনের সঙ্গে সহমত হতে পারেননি। তিনি বুঝিয়ে দেন ভারতে সফল হতে গেলে ট্র্যাডিশনাল ক্রিকেটেরও দরকার আছে। সানির কথায়, তোমার পা জোড়া ব্যবহার করলে তুমিও সফল হতে পার। মোদ্দা কথা হল, তোমাকে বলের যত কাছে সম্ভব যেতে হবে। ক'জন ব্যাটারকে আমরা বলের উপর যেতে দেখি? এরপর সানি পিটারসেনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি যা বলেছ তা পুরোপুরি ঠিক। তোমাকে আন অর্থোডক্স শটও খেলতে হবে। তবে পাশাপাশি তোমার পা জোড়া ব্যবহার করে অর্থোডক্স শটও খেলতে হবে।

মাঠে ময়দানে
29 January, 2024 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

খেলা হওয়ার কথা ছিল ৪-৩০ পর্যন্ত। গড়াল ৫-৩০ অবধি। বিশেষ নিয়মে রবিবার আম্পায়াররা এক ঘণ্টা বাড়তি খেলালেন

পোপ-মঞ্চে রোহিতদের হৃদয় ভাঙলেন হার্টলি

ইংল্যান্ড ২৪৬ ও ৪২০, ভারত ৪৩৬ ও ২০২

হায়দরাবাদ, ২৮ জানুয়ারি : অলি পোপ যখন বুমরাকে রিভার্স সুইপ মারতে গিয়ে বোল্ড হলেন, তখন ডাবল সেঞ্চুরি থেকে ৪ রান দূরে। বিরক্তিতে নিজের প্যাডে ব্যাট ঠুকলেন বেরিয়ে যাওয়ার সময়।

পোপ তখনও বুঝে উঠতে পারেননি কী

ইনিংস তিনি খেলে গেলেন। বুঝলেন যখন সতীর্থরা তাঁর পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া দলকে শুধু টেনে তোলেননি, তাঁর ইনিংসে ভর করে ইংল্যান্ড টেনিসের ম্যাচ পয়েন্ট থেকে হায়দরাবাদ টেস্টে ২৮ রানে জিতেছে।

নেভিল কার্ডাসই ঠিক। লিখেছিলেন স্কোরবোর্ড সত্যি কথা বলে না। যদি বলত, তাহলে শুধু এটুকু লেখা হত না পোপ বোল্ড বুমরা ১৯৬। ২৭৮ বল, ২১টি ৪। আজ

জয়ের পর ইংল্যান্ড ক্রিকেটারদের উচ্ছ্বাস। হায়দরাবাদে রবিবার। বাঁ ও ডানদিকে জয়ের দুই কারিগর টম হার্টলি ও অলি পোপ।

থেকে দশ বছর বাদে কে মনে রাখবে কোন কঠিন পরিস্থিতি থেকে ইংল্যান্ডকে জয়ের মুখে নিয়ে এসেছিলেন স্টোকসের ডেপুটি। কীভাবে এই এপিক ইনিংস অনুপ্রাণিত করেছিল সতীর্থদের। না হলে স্টোকস রিভার্স থ্রোতে জাদেজাকে রান আউট করতে পারতেন না। টম হার্টলিও এই ইনিংসে ৭ উইকেট নিতেন না।

৯.২ ওভারে ক্রলি আউট হওয়ার পর তিনে নেমেছিলেন পোপ। ইংল্যান্ড তখন ৪৫-১। তারপর স্টোকস যখন ফিরে যান, ইংল্যান্ড ১৬৩-৫। তখনও ভারতের থেকে ২৭ রানে পিছিয়ে ইংল্যান্ড। কিন্তু এরপর যা হল সেটাই রিয়েল ক্রিকেট ম্যাজিক। যেখানে বলা হয় শেষ বল না হওয়া পর্যন্ত তুমি জানো না কী হবে। পোপ দশ ম্যাচ পরে একটা হাফ সেঞ্চুরি করলেন। তারপর এটা তাঁর পঞ্চম টেস্ট সেঞ্চুরি। তিনে নামা ব্যাটার আউট হলেন শেষে। তাঁর জন্য ইংল্যান্ড ২৩০ রানের লিড নিয়েছিল। যা একসময় ভাবা যাচ্ছিল না। ইংল্যান্ড যে এভাবে জিতবে সেটাও তখন ভাবা যায়নি।

পোপের এই লড়াই দলের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল। হার্টলি প্রথম দফায় রান দিয়েছিলেন। তখন আহামরি লাগেনি তাঁকে। এদিন তিনিই ইংল্যান্ডের ম্যাচ জেতানো বোলার। বাঁ হাতি এই স্পিনার বেশ লম্বা। রুটের মতো বলে কামড় না থাকতে পারে, কিন্তু উচ্চতা থেকে বল ছাড়েন বলে ফ্লাইটে ভ্যারিয়েশন আছে। সেটা হার্টলিকে এতগুলো উইকেট দিল। তিনি অবশ্য ম্যাচের পর বললেন যে, প্রথম ইনিংসে ব্যর্থতার পর অশ্বিন ও জাদেজার বোলিং দেখে নিজেকে শুধরে নিয়েছিলেন।

শেষবেলায় অশ্বিন (২৮) আর ভরত (২৮) মিলে অষ্টম উইকেটে ৫৫ রান তুলে ফেলার পর স্টেডিয়াম নড়েচড়ে বসেছিল। ক্রিকেটে কত অঘটন ঘটে! এই যে ভারত একসময় জেতার জায়গায় ছিল, তারাই শেষমেশ ইংল্যান্ডের হাতে ম্যাচ তুলে দিল। শেষ উইকেটে বুমরা ও সিরাজ ২৫ রান তুলে ম্যাচে নাটকীয় টুইস্ট এনেছিলেন। তবে শেষ ওভারে বুমরা হার্টলিকে ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে স্ট্যাম্পড হয়ে যান।

২৩১ রান সামনে রেখে ইনিংস শুরু করেছিলেন রোহিতরা। কিন্তু ৪২ রানে যশস্বী (১৫) উইকেট চলে যাওয়ার পর থেকে পরপর সবাই ফিরে গেলেন। দেখে মনে হচ্ছিল হার্টলি, লিচ, রুটরা এমন বল ঘোরাচ্ছেন যে খেলাই যাচ্ছে না। আসলে ভুল। এই উইকেটে পোপ প্রায় দু'শো করে গিয়েছেন। এই উইকেটে প্রথম ইনিংসে ভারতের তিনজন ব্যাটার আশির ঘরে রান করেছেন। রোহিত ৩৯ রান করে গেলেন। কিন্তু যখন তাঁকে একদিক আগলে রাখতে হত, তখনই হার্টলির বলে লেগ বিফোর। জয়ের আশায় তখনই প্রথম ধাক্কা লেগেছিল।

হারের পর সবার আগে বিরাট কোহলির কথা মনে পড়তে বাধ্য। টপ অর্ডারে তাঁর মতো কারও দরকার ছিল যিনি ইনিংস টেনে

নিয়ে যাবেন। ব্যাটাররা কেন পোপ, ডাকেটের মতো সুইপ, রিভার্স সুইপ মেরে স্পিনারদের পাল্টা চাপে ফেলেননি? প্রশ্ন শুভমন (০), শ্রেয়সকে নিয়েও। ঘূর্ণী উইকেটে বুমরা ৪১ রানে ৪ উইকেট নিতে পারলে বা কিরা তেতে উঠবেন না কেন!

পোপের ইনিংস ভারতে বিদেশিদের মধ্যে সেরা

আমরা দল হিসাবে ব্যর্থ হয়েছি : রোহিত

হায়দরাবাদ, ২৮ জানুয়ারি : জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করে রোহিত শর্মার প্রতিক্রিয়া, আমরা সাহসী ছিলাম না। প্রথম ইনিংসে ১৯০ রানে এগিয়ে থাকা দল শেষমেশ টেস্ট হেরেছে ২৮ রানে। এর ফলে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ভারত পিছিয়ে পড়ল ১-০-তে।

ম্যাচের পর রোহিত বলেন, এটা খুঁজে বের করা কঠিন যে কোথায় আমরা ভুল করে ফেললাম। প্রথম ইনিংসে ১৯০ রানে লিড নেওয়ার পর ভেবেছিলাম আমরা ম্যাচের মধ্যে আছি। অলি পোপ অবশ্য অসাধারণ খেলেছে। ভারতীয় কন্ডিশনে বিদেশিদের মধ্যে আমার দেখা অন্যতম সেরা ইনিংস এটা।

রোহিত মনে করেন, তাঁর বোলাররা কোনও ভুল করেননি। তাঁরা ভালই বল করেছেন। নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২২ গজে বল রেখেছেন। আমাদের আসলে টুপি খুলে পোপকে বলতে হবে, ওয়েল প্লেড। সত্যিই দারুণ খেলেছে ও।

পোপ চাপের মুখে ১৯৬ রান করেছেন। স্রেফ তাঁর জন্যই

খেলার পর দুই অধিনায়ক স্টোকস ও রোহিত। রবিবার।

ইংল্যান্ড নিশ্চিত হারের মুখে থেকে ম্যাচে ফিরে এসেছিল। ২৩০ রানের লিড নিতে পেরেছিল। রোহিতের মতো জো রুটও পোপের ইনিংস তাঁর দেখা অন্যতম সেরা বলে অভিহিত করেছিলেন।

রোহিত এরপর আরও বলেন, সবমিলিয়ে দল হিসাবে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আমরা ভাল ব্যাট করতে পারিনি। শেষদিকে বুমরা ও সিরাজ ২৫ রান যোগ করেছেন। আমরা তখন চেয়েচিলাম ম্যাচটা অন্তত পঞ্চম দিন পর্যন্ত যাক। আমাদের লোয়ার অর্ডার ভাল লড়াই করেছে। আসলে আমাদের আরও সাহসী হতে হবে। আমরা যেটা ছিলাম না।

বাজবলের এটাই সেরা জয়, বললেন স্টোকস

হায়দরাবাদ, ২৮ জানুয়ারি : ঘূর্ণি উইকেটে সুইপ, রিভার্স সুইপের পাল্টা জবাবে ভারতের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছেন তিনি। অলি পোপের ১৯৬ রানের ইনিংসটাই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে পোপ জানিয়ে দিয়েছেন, নিশ্চিতভাবে এটাই সেরা ইনিংস। ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকসও সোজা কথাটা সোজাভাবেই বলে গেলেন। বিগ বেনের মতে, এটাই 'বাজবল' মডেলের সেরা জয়।

পোপ, টম হার্টলিদের পারফরম্যান্সের মাধ্যমে ইংল্যান্ড সেই সমালোচকদের জবাব দিয়েছে যাঁরা ভারতের মাটিতে 'বাজবল'-এর সাফল্য নিয়ে আশঙ্কায় ছিলেন। পাঁচ টেস্টের সিরিজ জিতে ১-০ এগিয়ে যাওয়ার পর বিগ বেন বলেন, ''আমি ব্যর্থ হওয়ার ভয় করি না। সাফল্য পেতে দলের প্রতিটি সদস্যের উপর ভরসা রাখি। প্রত্যেককে উৎসাহিত করি। অধিনায়ক হিসেবে এটা আমার প্রথম ভারত সফর। এই জয় খুব সম্ভবত সেরা জয় আমাদের। ওলি (পোপ) দুর্দান্ত ব্যাটার। এই উইকেটে ১৯০-এর উপর রান। ও মাঠকে নিজের মতো করে ব্যবহার করেছে। উপমহাদেশে একজন ইংলিশ ব্যাটারের খেলা সর্বশ্রেষ্ঠ ইনিংস। টমকে (হার্টলে) যত বেশি সম্ভব বোলিং করাতে চেয়েছিলাম। ও সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে। আমার গেম রিডিং খুব ভাল। সেভাবেই পরিকল্পনা করেছিলাম।''

ডাবল সেঞ্চুরি হাতছাড়া হওয়ার হতাশা নেই। দল জিতেছে এতেই খুশি। পোপের কথায়, ''একশো শতাংশ সেরা ইনিংস আমার। ব্যাটারদের জন্য ভারত খুব কঠিন জায়গা। এভাবে সিরিজ শুরু করতে পেরে ভাল লাগছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ভাগ্য আমার সঙ্গে ছিল। কিছু মিস হিট করেছি। কিন্তু সুইপ ও রিভার্স সুইপ খেলার ক্ষেত্রে ইতিবাচক মানসিকতা দেখাতে চেয়েছিলাম। এই সিরিজের জন্য টেকনিকে কিছুটা বদল এনেছি। নিজের খেলা নিয়ে পরিশ্রম করেছি। দেশে পরিবারও খুশি। আশা করি ওরা এবার ভাল করে ঘুমোবে।''